يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ ﴿٩٤﴾

৯৪। ইয়া'তাযিরূনা ইলাইকুম ইযা-রাজা''তুম্ ইলাইহিম্; কু্ল্লা-তা''তাযিরূ লান্ নু''মিনা লাকুম্ কৃদ্

(৯৪) তোমরা ফিরে আসলে তারা ওজর পেশ করবে, বলুন, তোমরা ওজর পেশ করো না, আমরা কখনও বিশ্বাস করব না।

نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ

নাব্বাআনাল্লা-হু মিন্ আখ্বা-রিকুম্; অসাইয়ারল্লা-হু 'আমালাকুম্ অরসূলুহূ ছুম্মা তুরদ্দূনা ইলা-

আল্লাহ তো আমাদেরকে তোমাদের খবর দিয়েছেন। আল্লাহ ও রাসূল তোমাদের কর্ম দেখবেন। পরে তোমরা অদৃশ্য ও

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ

'আ-লিমিল্ গইবি অশ্শাহা-দাতি ফাইয়ুনাব্বিউকুম্ বিমা-কুন্তুম্ তা'মালূন। ৯৫। সাইয়াহ্লিফূনা বিল্লা-হি লাকুম্

দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) কাছে যাবে; তিনি তোমাদের কৃতকর্ম জানাবেন। (৯৫) যখন তোমরা তাদের কাছে আসলে

إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ

ইযান্ কৃলাব্তুম্ ইলাইহিম্ লিতু'রিদূ 'আন্হুম; ফাআ'রিদূ 'আনহুম্; ইন্নাহুম্ রিজ্সুওঁ ওয়ামা'' ওয়া-হুম্

তারা আল্লাহর নামে শপথ করবে, যেন তাদেরকে উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাদের উপেক্ষা করবে কেননা,

جَهَنَّمُ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِن

জ্বাহান্নামু জ্বাযা — য়াম্ বিমা-কা-নূ ইয়াক্সিবূন। ৯৬। ইয়াহ্লিফূনা লাকুম্ লিতারদ্বোয়াও 'আন্হুম্ ফাইন

তারা নাপাক; তাই তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল। (৯৬) তারা তোমাদের তুষ্টির জন্য তোমাদের

تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٧﴾ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا

তারদ্বোয়াও 'আন্হুম্ ফাইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ারদ্বোয়া-'আনিল ক্বওমিল্ ফা-সিক্বীন। ৯৭। আল্ আ'রা-বু আশাদ্দু কুফ্রাওঁ

সামনে শপথ করবে তোমরা তুষ্ট হলেও আল্লাহ ফাসিকদের ব্যাপারে তুষ্ট হবেন না। (৯৭) বেদুঈনরা কুফুরী ও

وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

অনিফা-ক্বওঁ অআজ্দারু আল্লা-ইয়া'লামূ হুদূদা মা ~ আন্যালাল্লা-হু 'আলা-রসূলিহ্; অল্লা-হু 'আলীমুন্

কপটতায় অত্যন্ত কঠোর। রাসূলের প্রতি আল্লাহ্র নাযিলকৃত সম্পর্কে তারা না জানারই যোগ্য, আল্লাহ সর্বজ্ঞ,

حَكِيمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ

হাকীম। ৯৮। অমিনাল্ আ'রা-বি মাইঁ ইয়াত্তাখিযু মা-ইয়ুন্ফিক্বু মাগ্রামাওঁ অ ইয়াতারব্বাছু বিকুমুদ

কৌশলী। (৯৮) তারা বেদুঈনদের মাঝে ব্যয় করাকে অর্থ দণ্ড মনে করে এবং তোমাদের দুর্বিপাকের প্রতীক্ষা

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৯৪ঃ মুনাফিক জুদ ইবনে কাইছ, মা'তাব ইবনে কুশাইর এবং তাদের সঙ্গীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ছিল সংখ্যায় আশি জন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) তবুক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর আদেশ দিয়েছিলেন, কেউই যেন তাদের সাথে উঠা বসা না করে এবং কথাবার্তা না বলে। অপর বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন রাসূল (ছঃ) কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট শপথ করেছিল, এখন হতে কোন যুদ্ধে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করবে না। আলোচ্য আয়াতটি তখন নাযিল হয়।

الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ

দাওয়া — য়ির্; 'আলাইহিম্ দা — য়িরাতুস্ সাওয়ি অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম। ৯৯। অমিনাল্ আ'রা-বি মাইঁ
করে; দুর্বিপাক তো তাদেরই। আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন। (৯৯) বেদুঈনদের কেউ কেউ ঈমান রাখে

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ

ইয়ু'মিনু বিল্লা-হি অল্ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়া ইয়াত্তাখিযু মা- ইয়ুন্ফিকু কুরুবা-তিন্ 'ইন্দাল্লা-হি অছলাওয়া-তির্
আল্লাহ ও পরকালে এবং আল্লাহর পথে ব্যয়কে তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় ও রাসূলের দোয়া লাভের উপায় মনে করে;

الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

রসূল; 'আলা ~ ইন্নাহা-কু্রবাতুল্লাহুম্; সাইয়ুদ্খিলুহুমুল্লা-হ্; ফী রহ্মাতিহ্; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর
হ্যাঁ! তা নৈকট্যের উপায়। আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে রহমতের ভেতর দাখিল করবেন; আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল,

رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ

রহীম্। ১০০। অস্সা-বিকূ্নাল্ আওয়্যালূনা মিনাল্ মুহা-জ্বিরীনা অল্ আন্ছোয়া-রি অল্লাযীনাত্ তাবা'উহুম্
পরম দয়ালু। (১০০) মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী দল এবং যারা নিষ্ঠাবান অনুগামী তাদের

بِإِحْسَانٍ ۙ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا

বিইহ্সা-নির্ রাদ্বিয়াল্লা-হু 'আন্হুম্ অরাদ্বূ আন্হু অ'আদ্দা লাহুম্ জ্বান্না-তিন্ তাজ্রী তাহ্তাহাল্
প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করেছেন যার পাদদেশে

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ

আন্হা-রু খ-লিদীনা ফীহা ~ আবাদা-; যা-লিকাল্ ফাওযুল্ 'আজীম। ১০১। অমিম্মান্ হাওলাকুম্ মিনাল্
ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটা মহা সাফল্য। (১০১) আর তোমাদের আশে পাশের

الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ

আ'র-বি মুনা-ফিকূ্ন্; অমিন্ আহ্লিল্ মাদীনাতি মারাদূ 'আলান্ নিফা-কি্ লা-তা'লামুহুম্;
বেদুঈনদের মধ্যে মুনাফিক আছে, আর মদীনাবাসীর মধ্যেও চরম মুনাফিক আছে, আপনি জানেন না,

نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾ وَ

নাহ্নু না'লামুহুম্; সানু'আয্যিবুহুম্ মাররাতাইনি ছুম্মা ইয়ুরাদ্দূনা ইলা-'আযা-বিন্ 'আজীম।১০২। অ
আমি জানি, আমি তাদেরকে দুবার শাস্তি দেব, পরে তাদেরকে কঠিন শাস্তিতে নেয়া হবে। (১০২) আর কিছু

آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ۗ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ

আ-খারূনা' তারাফূ বিযুনূবিহিম্ খালাত্বূ 'আমালান্ ছোয়া-লিহাওঁ অআ-খারা সাইয়্যিয়া-; 'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়াতূবা
লোক আছে যারা দোষ স্বীকার করেছে, নেকের সঙ্গে বদ মিলিয়েছে; আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন,

عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٣﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

'আলাইহিম্ ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রহীম। ১০৩। খুয্ মিন্ আমওয়া-লিহিম্ ছদাক্বাতান্ তুত্বোয়াহ্হিরুহুম্ অতুযাক্কীহিম্

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০৩) আপনি তাদের ধন হতে সাদ্কা গ্রহণ করুন। যদ্দারা তাদেরকে পবিত্র ও শুদ্ধ করবেন,

بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا

বিহা- অছোয়াল্লি 'আলাইহিম্; ইন্না ছলা-তাকা সাকানুল্লাহুম্; অল্লা-হু সামী'উন 'আলীম। ১০৪। আলাম্ ইয়া'লামূ~

আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করবেন; নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের প্রশান্তি; আল্লাহ শুনেন, জানেন। (১০৪) তারা কি

أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ

আন্নাল্লা-হা হুঅ ইয়াক্বালুত তাওবাতা 'আন 'ইবা-দিহী অইয়া'' খুযুছ্ ছদাক্বা-তি অআন্নাল্লা-হা হুঅত্ তাওয়্যা-বুর্

জানে না যে, আল্লাহ বান্দাহর তওবা কবূল করেন এবং সাদকা গ্রহণ করেন এবং একমাত্র আল্লাহই ক্ষমাশীল,

الرَّحِيمُ ﴿١٠٥﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ

রহীম। ১০৫। অক্বুলি'মালূ ফাসা ইয়ারল্লা-হু 'আমালাকুম্ অরসূলুহূ অল্ মু'' মিনূন্; অ-সাতুরদ্দূনা

দয়ালু? (১০৫) আর বলুন, তোমরা কাজ কর, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এবং মুমিনরা তোমাদের কাজ দেখবেন; অতঃপর

إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٦﴾ وَآخَرُونَ

ইলা'আ-লিমিল্ গাইবি অশ্ শাহা-দাতি ফাইয়ুনাব্বিউকুম্ বিমা-কুনতুম্ তা'মালূন্।১০৬। অআ-খারূনা

তোমরা দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা আল্লাহর কাছে ফিরবে; তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম জানাবেন। (১০৬) আর কেউ কেউ

مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٧﴾ وَ

মুরজ্বাওনা লিআম্রিল্লা-হি ইম্মা-ইয়ু'আযযিবুহুম্ অইম্মা-ইয়াতূবু 'আলাইহিম্ অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্।১০৭। অল

আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় আছে [১] যে, হয়ত তাদের শাস্তি দেবেন নতুবা রক্ষা করবেন। আল্লাহ জ্ঞানী, বিজ্ঞ। (১০৭) যারা

الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا

লাযীনাত্তাখাযূ মাস্জিদান দ্বিরা-রাওঁ অকুফ্রাওঁ অতাফ্রীক্বাম্ বাইনাল্ মু'মিনীনা অইর্ছোয়া-দাল্

মসজিদ নির্মাণ করেছে, ইসলামের ক্ষতিসাধনের জন্য, কুফুরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদের জন্য, সংগ্রামীদের ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের

لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ

লিমান্ হা-রবাল্লা-হা অরসূলাহূ মিন্ ক্বব্ল্; অলা ইয়াহ্লিফুন্না ইন্ আরদ্না ~ ইল্লাল্ হুস্না-;

উদ্দেশে এরা পূর্ব থেকেই আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে। অথচ তারা শপথ করবে যে, সদুদ্দেশেই এটি করেছে,

আয়াত-১০৩ ঃ ক্ষমা পাওয়ার পর তাঁরা তিন জনই তাদের সমস্ত মালপত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)! এ সম্পদই আমাদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে। সুতরাং আপনি এগুলো নিয়ে খয়রাত করে দিন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, সম্পদ নিবার জন্য আমি আদিষ্ট হই নি; তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়, অবশিষ্ট তিনজন সম্বন্ধে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত আদেশ মূলতবী ছিল। পরে তাদের তওবাও গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে আদেশ নাযিল হয়। টীকা ঃ (১) এরা হচ্ছেন মুরারা ইবনে রাবীয়া, কা'ব ইবনে মালিক ও হিলাল ইবনে উমাইয়া। ৫০ দিন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা ছিল। তারপর তাঁদের তওবা কবুল হয়েছিল। কেননা, তাঁরা বিনা ওজরে অলসতা করে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি।

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٨﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى

অল্লা-হু ইয়াশ্হাদু ইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন্।১০৮।লা-তাকুম্ ফীহি আবাদা-; লামাস্জিদুন্ উস্সিসা 'আলাত্তাক্ব্অ-
কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী অবশ্যই এরাই মিথ্যাবাদী। (১০৮) আপনি কখনও সে মসজিদে দাঁড়াবেন না।

مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ

মিন্ আওয়্যালি ইয়াওমিন্ আহাক্ব্ক্বু আন্ তাক্ব্মা ফীহ্; ফীহি রিজা-লুঁই ইয়ুহিব্বূনা আইঁ ইয়াতাত্বোয়াহ্হারূ;
তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রথম মসজিদেই দাঁড়াবেন, সেখানে পবিত্রতাকে ভালবাসে এমন লোক আছে।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٩﴾ اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ

অল্লা-হু ইয়ুহিব্বুল মুত্তোয়াহ্হিরীন।১০৯। আফামান্ আস্সাসা বুন্ইয়া-নাহূ 'আলা-তাক্ব্অ- মিনাল্লা-হি অরিদ্ব্ওয়া-নিন্
আল্লাহ পবিত্রদের ভালবাসেন। (১০৯) তবে কি সে ব্যক্তি উত্তম যে তার ভিত্তি আল্লাহ ভীতি ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য

خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ

খাইরুন্ আম্ মান্ আস্সাসা বুন্ইয়া-নাহূ 'আলা- শাফা-জুরুফিন্ হা-রিন্ ফানহা-রা বিহী ফী না-রি জ্বাহান্নাম্; অল্লা-হু
রেখেছেন, নাকি সে ভাল, যে ওর ভিত্তি পতন প্রায় ধ্বংসের কিনারায় রেখেছে যা তাকে নিয়ে জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত

لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١١٠﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ

লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাজ্জোয়া-লিমীন্। ১১০। লা-ইয়াযা-লু বুন্ইয়া-নু হুমুল্লাযী বানাও রীবাতান্ ফী ক্বুলূবিহিম্
হবে? আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়েত প্রদান করেন না। (১১০) যতক্ষণ না তাদের মন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত

১৩ ع ১১ ২ রুকু

اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١١﴾ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

ইল্লা ~ আন্ তাক্বাত্ত্বো'আ ক্বুলূবুহুম; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম। ১১১। ইন্নাল্লাহাশ্ তারা- মিনাল্ মু'মিনীনা
তাদের নির্মিত ঘর তাদের মনে সন্দেহের কারণ হবে, আল্লাহ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় (১১১) নিশ্চয়ই আল্লাহই মু'মিনদের

اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ

আন্ফুসাহুম অআম্ওয়া-লাহুম্ বিআন্না-লাহুমুল্ জ্বান্নাহ্; ইয়ুক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিল্লা-হি ফাইয়াক্ব্তুলূনা
জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে; তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, কখনও তারা হত্যা করে আর

وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى

অইয়ুক্বতালূন; অ'দান্ 'আলাইহি হাক্ব্ক্বান্ ফিত্তাওর-তি অল্ইন্জ্বীলি অল্ক্বুর্আ-ন্; অমান আওফা-
কখনও নিহত হয়, তাওরাত, ইনজীল ও কোরআনে এ ব্যাপারে সত্য ওয়াদা আছে; আল্লাহর অপেক্ষা নিজের

بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

বি'আহদিহী মিনাল্লা-হি ফাস্তাব্শিরূ বিবাই'ই কুমুল্লাযী বা-ইয়া'তুম্ বিহ্; অযা-লিকা হুঅল্ ফাওযুল্
ওয়াদা পালনে শ্রেষ্ঠ কে আছে? সুতরাং তোমরা তাঁর সঙ্গে সম্পাদিত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে আনন্দ কর, এটাই বড়

الْعَظِيمُ ﴿١١٢﴾ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ

'আজীম। ১১২। আত্তা — য়িবূনাল্ 'আ-বিদূনাল হা-মিদূনাস্ সা — য়িহূনার্ র-কি'উনাস্ সা-জ্বিদূনাল্

সাফল্য। (১১২) এরা ঐসব লোক যারা তওবাকারী, ইবাদাতকারী, প্রশংসাকারী, রোযাদার, রুকূ ও সিজদাকারী,

الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ

আ-মিরূনা বিল্মা'রূফি অন্না-হূনা 'আনিল্ মুন্কারি অল্ হা-ফিজূনা লিহুদূদিল্লা-হ্; অবাশ্শিরিল্

ন্যায়ের আদেশ প্রদানকারী, অন্যায় কাজে বাধাদানকারী ও আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা সংরক্ষণকারী,(হে নবী)! আপনি

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ

মু''মিনীন্। ১১৩। মা-কা-না লিন্নাবিয়্যি অল্লাযীনা আ-মানূ ~ আইঁ ইয়াস্তাগ্ফিরূ লিল্মুশ্রিকীনা অলাও

মু'মিনদের এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। (১১৩) নবী ও মু'মিনদের জন্য উচিত নয় যে, নিকটাত্মীয় হলেও মুশরিকদের জন্য

كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٤﴾ وَمَا

কা-নূ ~ উলী ক্বুরবা- মিম্ বা'দি মা- তাবাইয়্যানা লাহুম্ আন্নাহুম্ আছ্হা-বুল্ জ্বাহীম্। ১১৪। অমা-

ক্ষমা চাওয়া যখন এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তারা জাহান্নামী। (১১৪) আর ইবরাহীম তার পিতার জন্য

كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ

কা-নাস্ তিগ্ফা-রু ইব্রা-হীমা লিআবীহি ইল্লা-'আম্ মাও'ইদাতিওঁ অ'আদাহা ~ ইয়্যা-হু ফালাম্মা-তাবাইয়্যানা

ওয়াদার কারণে ক্ষমা চেয়েছেন যখন তাঁর কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সে আল্লাহ্র শত্রু তখন তিনি সম্পর্ক ছিন্ন

لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ

লাহূ ~ আন্নাহূ 'আদুওয়্যুল্লিল্লা-হি তাবার্‌রায়া মিন্হু ইন্না ইব্রা-হীমা লাআওয়্যা-হুন্ হালীম।১১৫। অমা-কা-নাল্লা-হু লিইয়ুদ্বিল্লা

করেছেন, নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন অত্যন্ত কোমলপ্রাণ, ধৈর্যশীল। (১১৫) আর আল্লাহ কোন জাতিকে হেদায়েতের পর বিভ্রান্ত

قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٦﴾

ক্বওমাম্ বা'দা ইয্ হাদা-হুম্ হাত্তা-ইয়ুবাইয়্যিনা লাহুম্ মা-ইয়াত্তাক্বূন; ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম।

করেন না, যতক্ষণ না তাদের পরিষ্কারভাবে বলে দেন সে সব বিষয়, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿١١٧﴾

১১৬। ইন্নাল্লা-হা লাহূ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব; ইয়ুহ্য়ী অইয়ুমীত্; অমা-লাকুম মিন্ দূনিল্লা-হি

(১১৬) নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর পূর্ণ ক্ষমতা আল্লাহ্র, তিনিই জীবন-মৃত্যু দান করেন, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের না

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১১১ ঃ বাইয়াতে ওকবায় সত্তর জন মহোদয় ব্যক্তিবর্গ বাইয়াত গ্রহণ করলেন তন্মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্। আমাদের নিকট হতে আল্লাহ্র জন্য এবং আপনার জন্য কতক প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, আল্লাহ্র জন্য প্রতিশ্রুতি হল , তাঁর ইবাদত করতে থাক এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর আমার জন্য শর্ত হল, তোমরা আমাকে আপন জান মালের ন্যায় সংরক্ষণ করবে বরং ততোধিক। তখন তাঁরা এই প্রতিশ্রুতি পালন করলে, বিনিময়ে কি মিলবে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, 'জান্নাত'। তখন তাঁরা বললেন, কি সুন্দর সওদা এবং কেমন লাভজনক ব্যবসা। আমরা এই বিনিময় চুক্তি কখনও ভঙ্গ করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সুখবর প্রদানার্থে এ আয়াতটি নাযিল করেন।

مِن وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيرٍ ﴿١١٧﴾ لَقَد تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْأَنصَارِ

মিওঁ অলিয়্যিওঁ অলা-নাছীর্ । ১১৭ । লাক্বত্ তা-বাল্লা-হু 'আলান্নাবিয়্যি অল্মুহা-জ্বিরীনা অল্আন্ছোয়া-রিল্

বন্ধু আছে আর না আছে কোন সাহায্যকারী। (১১৭) নবী, মুহাজির ও আনছারদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করলেন,

الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ

লাযীনাত্ তাবা'উহু ফী সা-'আতিল্ 'উস্রতি মিম্ বা'দি মা-কা-দা ইয়াযীগু ক্বুলূবু ফারীক্বিম্ মিন্হুম্

যারা তাঁর অনুগামী হল কঠিন সময়ে এমন কি এক দলের অন্তর যখন বক্র হয়েছিল। পরে আল্লাহ তাদের তওবা

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٨﴾ وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۖ

ছুম্মা তা-বা 'আলাইহিম্; ইন্নাহূ বিহিম্ রাঊফুর্ রাহীম্ । ১১৮ । অ'আলাছ্ ছালা-ছাতিল্ লাযীনা খুল্লিফূ;

কবুল করলেন তিনি তাদের প্রতি পরম সহনশীল, পরম দয়ালু। (১১৮) পশ্চাতে থাকা তিন ব্যক্তিকেও তিনি কৃপা

حَتّٰىٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا

হাত্তা ~ ইযা- দ্বোয়া-ক্বাত্ 'আলাইহিমুল্ আরদ্বু বিমা-রহুবাত্ অদ্বোয়া-ক্বাত্ 'আলাইহিম্ আন্ফুসুহুম্ অজোয়ান্নূ ~

করলেন, যখন বিস্তীর্ণ পৃথিবী তাদের কাছে সংকীর্ণ হলো, নিজের জীবনও তাদের জন্য দুর্বিসহ হলো। আর তারা বুঝতে পারল

أَنْ لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ۚ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ

আল্লা-মাল্জ্বায়া মিনাল্লা-হি ইল্লা ~ ইলাইহ্; ছুম্মা তা-বা 'আলাইহিম্ লিইয়াতূবূ ইন্নাল্লা-হা হুঅত

যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন, যেন তারা তওবা করে, নিশ্চয়ই

১৪ ع ৮ ৩ রুকু

التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٩﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۞

তাওয়্যা-বুর্ রহীম ।১১৯। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুত তাক্বুল্লা-হা অকূনূ মা'আছ্ ছোয়া-দিক্বীন।

আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু। (১১৯) হে মুমিনরা! আল্লাহ্কে ভয় কর ও সত্যবাদীদের সংগী হও।

﴿١٢٠﴾ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ

১২০। মা-কা-না লি আহ্লিল্ মাদীনাতি অমান্ হাওলাহুম্ মিনাল্ আ'র-বি আইঁ ইয়াতাখাল্লাফূ আর্

(১২০) সঙ্গত এটা নয় মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী বেদুঈনদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গ হতে

رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهِ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَأٌ

রসূলিল্লা-হি অলা-ইয়ারগবূ বিআন্ফুসিহিম্ 'আন্ নাফ্সিহ্; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ লা-ইয়ুছীবুহুম্ জোয়ামাউওঁ

দূরে থাকা। এবং নিজের জীবনের প্রতি অনুরাগী হওয়া। কেননা, তারা আল্লাহ্র পথে যে তৃষ্ণা, ক্ষুধা

وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا

অলা-নাছোয়াবুওঁ অলা-মাখ্মাছোয়াতুন ফী সাবীলিল্লা-হি অলা- ইয়াত্বোয়াউনা মাওত্বিয়াইঁ ইয়াগীজুল্ কুফ্ফা-রা অলা-

স্পর্শ করে, এবং তাদের পদক্ষেপসমূহ কাফেরদের ক্রোধের উদ্রেক করে এবং শত্রুদের পক্ষ হতে

يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

ইয়ানা-লূনা মিন্ 'আদুওয়্যিন্ নাইলান্ ইল্লা-কুতিবা লাহুম বিহী 'আমালুন্ ছোয়া-লিহ্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুদ্বী'উ আজ্‌রাল্

কিছু পাওয়া তাদের সৎকর্মরূপে গণ্য হয়। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের নেক আমলসমূহ বিনষ্ট

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا

মুহ্‌সিনীন্। ১২১। অলা-ইয়ুন্‌ফিক্বূনা নাফাক্বাতান্ ছোয়াগীরাতাওঁ অলা-কাবীরাতাওঁ অলা-ইয়াক্বত্বো'উনা ওয়া-দিইয়ান্ ইল্লা-

করে না। (১২১) আর তারা কম-বেশি যা কিছু ব্যয় করে এবং যত প্রান্তরই তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে, তা তাদের অনুকূলে

كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ

কুতিবা লাহুম্ লিইয়াজ্‌যিয়া হুমুল্লা-হু আহ্‌সানা মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১২২। অমা-কা-নাল্ মু''মিনূনা

লিখিত হয়েছে, যাতে তাদের কৃতকর্মের চেয়ে উৎকৃষ্ট পুরস্কার আল্লাহ দিতে পারেন। (১২২) আর সকল মু'মিনদের

لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي

লিইয়ান্‌ফিরূ কা — ফ্‌ফাহ্; ফালাওলা নাফারা মিন্ কুল্লি ফির্‌ক্বতিম্ মিন্‌হুম্ ত্বোয়া — য়িফাতুল্ লিইয়াতাফাক্কাহূ ফিদ

একসঙ্গে অভিযানে বের হয়ে পড়া সংগত নয়; সুতরাং তাদের প্রত্যেক দলের একাংশ দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে

الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٣﴾ يَا أَيُّهَا

দীনি অলিইয়ুন্‌যিরূ ক্বাওমাহুম্ ইযা-রাজা'উ ~ ইলাইহিম্ লা'আল্লাহুম্ ইয়াহ্‌যারূন্। ১২৩। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্

পারে ও ফিরে এসে স্বীয় জাতিকে সতর্ক করণার্থে ভয় প্রদর্শনের জন্য কেন বের হয় না?(১২৩) হে মু'মিনরা!

১৫ ع ৪ ৪ রুকু

الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ

লাযীনা আ-মানূ ক্বা-তিলুল্লাযীনা ইয়ালূনাকুম্ মিনাল্ কুফ্‌ফা-রি অল্‌ইয়াজ্বিদূ ফীকুম্ গিল্‌জোয়াহ্;

নিকটাত্মীয় কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে। জেনে রেখ,

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٤﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ

অ'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা মা'আল্ মুত্তাক্বীন্। ১২৪। অইযা- মা ~ উন্‌যিলাত্ সূরাতুন ফামিন্‌হুম্ মাইঁ ইয়াক্বূলু

আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন। (১২৪) আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে,

أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ

আইয়্যুকুম্ যা-দাত্‌হু হা-যিহী ~ ঈমা-নান্ ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ ফাযা-দাত্‌হুম্ ঈমা-নাওঁ অহুম্

"এটা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করল"? তবে শোন এ সূরা মু'মিনদের ঈমানই বৃদ্ধি করে, আর তারাই

● এক চতুর্থাংশ

আয়াত-১২৩ ঃ আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ হতে পশ্চাদপদ থাকার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান পূর্বক সার্বিকরূপে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, প্রথমে আশে পাশের কাফিরদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ কর, তারপর তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তীদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক। এটার বিপরীতে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছঃ) স্বেচ্ছায় যে সকল যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পরে ছাহাবীরাও ঠিক এ পদ্ধতিতেই যুদ্ধ করেছেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সর্বপ্রথম আপন গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, তারপর আরবের অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে, তৎপর সেখানকার কিতাবী-ইহুদী, খৃষ্টানদের সঙ্গে এরপর রোম ও সিরিয়াবাসীদের সঙ্গে। রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর ইন্তেকালের পর ছাহাবীরা প্রথমে ইরাকীদের সঙ্গে , তারপর অন্যান্য রাষ্ট্র ও নগরবাসীদের সঙ্গে উক্ত পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছেন।

يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝١٢٥ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ

ইয়াস্তাব্শিরূন্। ১২৫। অআম্মাল্লাযীনা ফী ক্বুলূবিহিম্ মারাদ্বুন্ ফাযা-দাত্হুম রিজ্স্ সান্ ইলা-রিজ্স্ সিহিম্

আনন্দিত। (১২৫) তবে যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত এ সূরা তাদের অন্তরে কলুষের সঙ্গে কলুষই যুক্ত করে এবং

وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝١٢٦ اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ

অমা-তৃ অহুম্ কা-ফিরূন। ১২৬। আওলা-ইয়ারাওনা আন্নাহুম্ ইয়ুফ্তানূনা ফী কুল্লি 'আ-মিম্ মার্রতান্ আও মার্রতাইনি

তারা কাফের হয়ে মারা যায়। (১২৬) তারা প্রতি বছর দু একবার বিপর্যস্ত হয়, তারপরও তারা তওবা করে না

ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝١٢٧ وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ

ছুম্মা লা-ইয়াতূবূনা অলা-হুম্ ইয়ায্যাক্কারূন। ১২৭। অইযা-মা ~ উন্যিলাত্ সূরাতুন্ নাজোয়ারা বা'দ্বু হুম্

উপদেশও গ্রহণ করে না (১২৭) আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখনই তারা পরস্পরের প্রতি তাকাতে থাকে;

اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ

ইলা-বা'দ্বি; হাল্ ইয়ারা-কুম্ মিন্ আহাদিন ছুম্মান্ ছোয়ারাফূ; ছোয়ারাফাল্লা-হু ক্বুলূবাহুম বিআন্নাহুম্

এবং বলে তোমাদেরকে কেউ দেখছে কি? পরে তারা চলে যায়। আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে সত্যবিমুখ করে দিয়েছেন,

قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝١٢٨ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا

ক্বওমুল্ লা-ইয়াফ্ক্বহূন্।১২৮। লাক্বদ্ জ্বা — য়াকুম্ রসূলুম্ মিন আনফুসিকুম্ 'আযীযুন্ 'আলাইহি মা-

কেননা, তারা নির্বোধ। (১২৮) তোমাদেরই কাছে এসেছেন তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল। তোমরা কষ্ট

عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝١٢٩ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ

'আনিত্তুম্ হারীছুন 'আলাইকুম্ বিল্মু'মিনীনা রাঊফুর্ রহীম্।১২৯। ফাইন তাওল্লাও ফাক্বুল্

১৬ পাও, এটা তাঁর অসহ্য। তিনি হিতৈষী, মু'মিনদের প্রতি খুবই স্নেহশীল, বড়ই দয়ালু। (১২৯) ফিরে গেলে বলুন,

ع ৭ ৫ রুকু حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

হাস্বিয়াল্লা-হু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হূ; 'আলাইহি তাওয়াক্কাল্তু অহুঅ রব্বুল 'আর্শিল্ 'আজীম।

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর উপর ভরসা করি তিনিই মহান আরশের রব।

সূরা ইউনুস, মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১০৯
রুকূ ঃ ১১

মঞ্জিল ৩ ۝١ الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ

১। আলিফ্ লা — ম্ র- তিল্কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল্ হাকীম্। ২। আকা-না লিন্না-সি 'আজ্বাবান্ আন্ আওহাইনা~

(১) আলিফ্ লাম্ রা। এটা তত্ত্বময় গ্রন্থের আয়াত। (২) মানুষের কাছে কি এটা আশ্চর্যের যে তাদের মধ্য থেকে

إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ

ইলা-রাজুলিম্ মিনহুম্ আন্ আন্যিরিন্না-সা অবাশ্শিরিল্লাযীনা আ-মানূ ~ আন্না লাহুম ক্বাদামা ছিদ্ক্বিন্
একজনকে এ অহী দিলাম যে, মানুষকে সতর্ক কর, আর মু'মিনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের রবের

عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكَٰفِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ مُّبِينٌ ۝ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي

'ইন্দা রব্বিহিম্; ক্ব-লাল্ কা-ফিরূনা ইন্না হা-যা-লাসা-হিরুম্ মুবীন্। ৩। ইন্না রব্বাকুমুল্লা-হুল্ লাযী
কাছে উচ্চ মর্যাদা আছে। কাফেররা বলে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য যাদুকর। (৩) নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি

خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ

খলাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্তাওয়া- 'আলাল্ 'আর্শি ইয়ুদাব্বিরুল্ আম্র্;
আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, পরে আরশে সমাসীন হন। তিনি প্রতিটি কাজের তত্ত্বাবধান করেন; তাঁর অনুমতি

مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

মা-মিন্ শাফী'ইন্ ইল্লা-মিম্ বা'দ্বি ইয্নিহ্; যা-লিকুমুল্লা-হু রব্বুকুম্ ফা'বুদূহ্ আফালা-তাযাক্কারূন্।
ছাড়া সুপারিশকারী কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, কাজেই তোমরা তাঁর দাসত্ব কর; তবুও কি বুঝ না?

۝٤ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ

৪। ইলাইহি মারজ্বি'উকুম্ জ্বামী'আ-; অ'দাল্লা-হি হাক্ক্বা-; ইন্নাহূ ইয়াব্দাউল্ খল্ক্ব ছুম্মা ইয়ু'ঈদুহূ লিইয়াজ্ যিয়াল্
(৪) তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য, নিশ্চয়ই তিনি প্রথম সৃষ্টি করলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ

লাযীনা আ-মানূ অ'আ-মিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি বিল্ক্বিস্ত্ব ; অল্লাযীনা কাফারূ লাহুম্ শারা-বুঁম্ মিন্
সৃষ্টি আবারও করবেন যেন মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের যথার্থ পাওনা দিতে পারেন। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত

حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً

হামীমিওঁ অ'আযা-বুন্ আলীমুম্ বিমা-কা-নূ ইয়াক্ফুরূন্। ৫। হুঅল্লাযী জ্বা'আলাশ্ শাম্সা দ্বিয়া — আওঁ
পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের কুফুরীর কারণে। (৫) তিনি এমন সত্তা যিনি সূর্যকে করেছেন জ্যোতির্ময়, আর চন্দ্রকে

وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ

অল্ক্বমারা নূরাওঁ অক্বদ্দারাহূ মানা-যিলা লিতা'লামূ 'আদাদাস্ সিনীনা অল্ হিসা-ব; মা-খলাক্বাল্লা-হু
আলোকময় করেছেন এবং নির্ধারণ করেছেন এর জন্য মনযিল যেন বছর গণনা ও হিসাব জানতে পার, আল্লাহ এটা

আয়াত-৫ঃ এখানে আসমান যমীন এবং এদুয়ের মধ্যে অন্যান্য যতসব সৃষ্ট বস্তু রয়েছে এসব কিছুর সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা আপন প্রভূত্ব ও পূর্ণতা এবং আপন বিস্ময়কর কারুকার্যের শিল্পকলা ও কারিগরী প্রমাণ করে হাশর হবার কথা এবং আপন অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ এবং শিরক রদের ঘোষণা করেছেন। বলা হয়েছে, তিনিই সেই সত্তা যিনি সূর্যের মধ্যে উজ্জ্বলতা প্রদান করেছেন, নতুবা এটাও তো দেহধারী পদার্থের অন্যতম একটি; এ বৈশিষ্ট্য এটার মধ্যে আপনা আপনি কিরূপে আসতে পারে? এবং চন্দ্রকে আপন কক্ষপথে পরিচালনা করেন। এসব কিছুতেই তিনি স্বীয় প্রভূত্ব বিকাশ করেছেন এবং বান্দার উপকারও এর মধ্যে নিহিত রেখেছেন, যথা- বছরসমূহের পরিগননা প্রত্যেক কিছুর মেয়াদ হিসাব করা চন্দ্র-সূর্যের উপর নির্ভর করে হয়। এরূপ দিন-রাতের বিবর্তনে এবং সৌরজগৎ ও ধরা পৃষ্ঠের সৃষ্ট বস্তসমূহে আল্লাহ্ভীরুদের জন্য আল্লাহর প্রভূত্বের অনেক নিদর্শন রয়েছে। ঐ সব লোকের জন্য নয় যারা পার্থিব ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে অন্ধ হয়ে রয়েছে।

ওয়াকফুন্নবী (ছাঃ)

ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٦ اِنَّ فِى اخْتِلَافِ الَّيْلِ

যা-লিকা ইল্লা-বিল্হাক্ব্ ক্বি ইয়ুফাছ্ছিলুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বওমিইঁ ইয়া'লামূন্।৬। ইন্না ফিখ্তিলা-ফিল্ লাইলি
যথার্থই সৃষ্টি করেছেন, তিনি বর্ণনা করেন আয়াতসমূহ সেসব লোকদের জন্য যারা জ্ঞানবান। (৬) নিশ্চয়ই রাত

وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝٧ اِنَّ

অন্নাহা-রি অমা-খলাক্বল্লা-হু ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বওমিইঁ ইয়াত্তাক্বূন্। ৭। ইন্নাল্
ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহর আকাশ ও যমীনের সমুদয় সৃষ্টিতে মুত্তাকীদের জন্য নিদর্শন আছে। (৭) নিশ্চয়ই যারা

الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ

লাযীনা লা-ইয়ারজূ্না লিক্বা — য়ানা-অ'রাদ্বূ বিল্হাইয়া-তিদ্দুন্ইয়া-ওয়াত্ব্ মাআন্নূ বিহা- অল্লাযীনা হুম্
আমার সাক্ষাতের আশা করে না, পার্থিব জীবনেই পরিতুষ্ট, এতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং আমার আয়াতসমূহের

عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝٨ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٩ اِنَّ الَّذِيْنَ

'আন্ আ-ইয়া-তিনা-গ -ফিলূন্।৮। উলা — য়িকা মা''ওয়া-হুমুন্না-রু বিমা-কা-নূ ইয়াক্সিবূন্। ৯। ইন্নাল্লাযীনা
ব্যাপারে গাফিল। (৮) এমন লোকদের কৃতকর্মের জন্য আগুনই তাদের আবাসস্থল। (৯) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ

আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ইয়াহ্দীহিম্ রব্বুহুম্ বিঈমা-নিহিম্ তাজ্ রী মিন্ তাহতিহিমুল্ আন্হা-রু
এবং সৎকর্ম করেছে, ঈমানের কারণে তাদের রব তাদেরকে পথ দেখাবেন; তাদের বাসস্থান সুখময় জান্নাতে যার নিচ দিয়ে

فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝١٠ دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ

ফী জান্না-তিন্না'ঈম্।১০। দা'ওয়া-হুম্ ফীহা-সুব্হা-নাকাল্লা-হুম্মা অতাহিয়্যাতুহুম্ ফীহা-সালা-মুন্ অ আ-খিরু
ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। (১০) সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে, হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র, সেখানে তাদের অভিবাদন

ع ১ ১০ ৬ রুকু

دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١١ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ

দা'ওয়া-হুম্ 'আনিল্ হাম্দু লিল্লা-হি রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ১১। অলাও ইয়ু'আজ্জিলুল্লা-হু লিন্না-সিশ্ শার্রাস্
হবে সালাম, তাদের ধ্বনি হবে– সকল প্রশংসা বিশ্ব বর আল্লাহ্র। (১১) আল্লাহ মানুষের অকল্যাণে তাড়াহুড়া করলে যেভাবে

اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۗ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِىْ

তি'জ্বা-লাহুম্ বিল্খইরি লাকুদ্বিয়া ইলাইহিম্ আজ্বালুহুম্; ফানাযারুল্লাযীনা লা-ইয়ারজূ্না লিক্ব — য়ানা ফী
তারা কল্যাণে তাড়াহুড়া করে, তবে তাদের নির্দিষ্ট সময় কবেই পূর্ণ হত। কাজেই যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না তাদেরকে

طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝١٢ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ

তুগ্ইয়া-নিহিম্ ইয়া'মাহূন্।১২। অইযা- মাস্সাল্ ইন্সা-নাদ্দ্ব দ্বু রুরু দা'আ-না- লিজাম্বিহী ~ আও ক্ব-'ইদান্ আও
অবাধ্যতায় ঘুরপাক খেতে দেই। (১২) আর যখন মানুষকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে আমাকে ডাকে শুয়ে বা বসে বা দাঁড়িয়ে;

قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ

ক্ব—য়িমান্ ফালাম্মা-কাশাফ্না-'আন্হু দ্বুর্রাহূ মার্রা কাআল্লাম্ ইয়াদ্'উনা ~ ইলা-দ্বুর্রিম্ মাস্সাহ্; কাযা-লিকা যুইয়্যিনা
অতঃপর তার বিপদ দূর করলে এভাবে চলে যেন বিপদে সে আমাকে কখনও ডাকে নি। সীমালংঘনকারীদের কাছে

لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٣ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ

লিল্মুস্রিফীনা মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১৩। অলাক্বদ্ আহ্লাক্নাল্ ক্বুরূনা মিন্ ক্বব্লিকুম্ লাম্মা-জোয়ালামূ
নিজেদের কর্ম-এভাবেই শোভন করা হয়। (১৩) ইতোপূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, তাদের

وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ

অজ্বা—য়াত্হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্বাইয়্যিনা-তি অমা-কা-নূ লিইয়ু''মিনূ; কাযা-লিকা নাজ্ব্যিল্ ক্বওমাল্
কাছে স্পষ্ট আয়াতসহ রাসূল এসেছেন, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে নি; এভাবে আমি অপরাধীদেরকে তাদের প্রতিফল

الْمُجْرِمِيْنَ ۝١٤ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ

মুজ্ব্রিমীন্। ১৪। ছুম্মাজ্বা'আল্না-কুম্ খলা—য়িফা ফিল্ আর্দ্বি মিম্ বা'দিহিম্ লিনান্জুরা কাইফা
প্রদান করে থাকি। (১৪) পরে তোমাদেরকে আমার প্রতিনিধি করেছি দুনিয়াতে তাদের স্থলে, তোমরা কিরূপ কর, তা

تَعْمَلُوْنَ ۝١٥ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا

তা'মালূন্। ১৫। অ ইযা-তুত্লা-'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তুনা-বাইয়্যিনা-তিন্ ক্বা-লাল্লাযীনা লা-ইয়ারজূনা লিক্বা—য়ানা"
অবলোকন করতে। (১৫) আর যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত পঠিত হয়, তখন তাদের মধ্যে যারা আমার সাক্ষাতের

ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ

তি বিক্বুর্আ-নিন্ গইরি হা-যা ~ আও বাদ্দিল্হু, ক্বুল্ মা-ইয়াকূনু লী ~ আন্ উবাদ্দিলাহূ মিন্ তিল্ক্বা—য়ি
আশা পোষণ করে না তারা বলে, এছাড়া অন্য কোন কোরআন আনয়ন কর বা এটা পরিবর্তন কর, আপনি বলুন, নিজ থেকে এটা

نَفْسِىْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ

নাফ্সী ইন্ আত্তাবি'উ ইল্লা-মা-ইয়ূহা ~ ইলাইয়্যা ইন্নী ~ আখা-ফু ইন্ 'আছোয়াইতু রব্বি 'আযা-বা
পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়, আমি তো কেবল অহীর অনুসরণ করি। আমি আমার রবের নাফরমানী করলে মহাদিবসের

يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝١٦ قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ

ইয়াওমিন্ 'আজীম। ১৬। ক্বুল্ লাও শা—য়াল্লা-হু মা-তালাওতুহূ 'আলাইকুম্ অলা ~ আদ্র-কুম্ বিহী ফাক্বদ্ লাবিছ্তু
শাস্তির ভয় করি। (১৬) বলুন, আল্লাহর ইচ্ছা হলে, আমি তোমাদের কাছে তা পাঠ করতাম না; তিনিও এটা জানাতেন না;

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৫ ঃ নবী করীম (ছঃ) যখন মুশরিকদের নিকট পবিত্র কোরআনের সে সব আয়াত পাঠ করতেন, যে সব আয়াতে তাদের প্রতিমা এবং তাদের প্রতিমা পূজার অসারতা ও সমালোচনার বিবরণ আছে, তখন অলীদ ইবনে মুগীরা ও অপরাপর মুশরিকরা বলত, যদি তুমি এ কোরআন আমাদেরকে মানিয়ে নিতে চাও, তবে এ সমস্ত সমালোচনামূলক আয়াত পরিবর্তন করে দাও। তাদের এ আবেদনের পেছনে উদ্দেশ্য হল– যদি এ কোরআন নবী করীম (ছঃ)-এর আপন পক্ষ হতে গড়া হয়, তবে নিশ্চয় তিনি তাদের মনঃতুষ্টির জন্য এটাতে কিছু পরিবর্তন করে দেবেন। আর যদি বাস্তবিকই এটা আল্লাহ্র কালাম হয়, তবে তিনি কখনও পরিবর্তন করবেন না। তাদের এ উক্তি রদকল্পে আয়াতটি নাযিল হয়।

فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا

ফীকুম্ 'উমুরাম্ মিন্ ক্বব্লিহ্; আফালা-তা'ক্বিলূন্। ১৭। ফামান্ আজ্লামু মিম্মানিফ্তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান্
আমি তো ইতোপূর্বে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটিয়েছি; তবুও কি বুঝ না। (১৭) তার চেয়ে বড় জালিম কে আছে যে আল্লাহ্র

أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿١٨﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا

আও কায্যাবা বিআ-ইয়া-তিহ্; ইন্নাহূ লা-ইয়ুফ্লিহুল্ মুজ্রিমূন।১৮। অইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি মা-
প্রতি মিথ্যা বলে বা তাঁর আয়াতে মিথ্যারোপ করে, অপরাধীরা কখনও সফল নয়। (১৮) যা, না ক্ষতি করতে পারে না

لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ

লা-ইয়াদ্বুর্রুহুম্ অলা- ইয়ান্ফা'উহুম্ অইয়াক্বূলূনা হা ~ উলা — য়ি শুফা'আ — উনা- 'ইন্দাল্লা-হ্; ক্বুল্ আতুনাব্বিঊনা
উপকার, তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে তার ইবাদত করে ও বলে, এরা আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশকারী; আপনি বলুন,

ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

ল্লা-হা বিমা-লা-ইয়া'লামু ফিস্ সামা-ওয়া-তি অলা-ফিল্ আর্দ্ব্; সুব্হা-নাহূ অতা'আ-লা- 'আম্মা- ইয়ুশ্রিকূন্।
আল্লাহ্কে কি তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ য তিনি জানেন না? তিনি পবিত্র এবং শিরক হতে ঊর্ধ্বে।

﴿١٩﴾ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا۟ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن

১৯। অমা-কা-নান্ না-সু ইল্লা ~ উম্মাতাওঁ ওয়া-হিদাতান্ ফাখ্তালাফূ অলাওলা-কালিমাতুন্ সাবাক্বাত্ মির্
(১৯) মানুষ এক জাতিই ছিল, পরে তারা পৃথক হয় আর আপনার রবের ঘোষণা না থাকলে তাদের মধ্যে মীমাংসা

رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٠﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ

রব্বিকা লাক্বুদ্বিয়া বাইনাহুম্ ফীমা-ফীহি ইয়াখ্তালিফূন্।২০। অইয়াক্বূলূনা লাওলা ~ উন্যিলা 'আলাইহি আ-ইয়াতুম্
হয়ে যেত, যা নিয়ে তারা মতভেদ করছে। (২০) আর তারা বলে, রবের পক্ষ হতে কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন?

২ ع ১০ ৭ রুকু

مِّن رَّبِّهِۦ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿٢١﴾ وَإِذَآ

মির্ রব্বিহী ফাক্বুল্ ইন্নামাল্ গইবু লিল্লা-হি ফান্তাজিরূ, ইন্নী মা'আকুম্ মিনাল্ মুন্তাজিরীন্। ২১। অইযা ~
আপনি বলুন, গায়েবের খবর তো কেবল আল্লাহ্রই; অতএব প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করি। (২১) আর

أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ

আযাক্ব্নান না-সা রহ্মাতাম্ মিম্ বা'দি দ্বোয়ার্রা — য়া মাস্সাতহুম্ ইযা-লাহুম্ মাক্রুন্ ফী ~ আ-ইয়া-তিনা-; ক্বুলিল্লা-হু
যখনই আমি আস্বাদন করাই রহমত দুঃখ-দৈন্যের পর তখনই মানুষ আমার নিদর্শনকে বিদ্রূপ করে। বলুন আল্লাহ বিদ্রূপের

أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢٢﴾ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ

আস্রা'উ মাক্রা-; ইন্না রুসুলানা-ইয়াক্তুবূনা মা-তাম্কুরূন্। ২২। হুঅল্লাযী ইয়ুসাইয়্যিরুকুম্ ফিল্ বার্রি
দ্রুত শাস্তিদাতা। আমার ফিরিশ্তারা তোমাদের বিদ্রূপ লিখে রাখে। (২২) তিনিই তোমাদেরকে ভ্রমণ করান, স্থলে,

وَالْبَحْرِ ۖ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا

অল্ বাহ্‌র; হাত্তা ~ ইযা- কুন্‌তুম্ ফিল্‌ফুল্‌কি অজ্বারাইনা বিহিম বিরীহিন্ ত্বোয়াইয়্যিবাতিওঁ অফারিহূ বিহা-

সমুদ্রে এমন কি যখন নৌকায় থাক এবং তা বিশুদ্ধ বায়ুতে আরোহীকে নিয়ে চলে, আর তাতে তারা আনন্দ পায় আর যদি বিক্ষুব্ধ

جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ

জ্বা — য়াত্‌হা- রীহুন্ 'আ-ছিফুওঁ অজ্বা — য়াহুমুল্ মাওজু মিন্ কুল্লি মাকা-নিওঁ অজোয়ান্নূ ~ আন্নাহুম্ উহীতোয়া বিহিম্

বায়ু আসলে সকল স্থান হতে তরঙ্গ আসে তখন তারা মনে করে যে, তারা বিপদে বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলে আল্লাহ্‌র

بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ

দা'আ'উল্লা-হা মুখ্‌লিছীনা লাহুদ্দীনা লায়িন্ আন্‌জ্বাইতানা-মিন্ হা-যিহী লানাকূনান্না মিনাশ্

আনুগত্যে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌কে ডেকে বলে, তুমি যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর, তবে অবশ্যই আমরা

الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يٰٓاَيُّهَا

শা-কিরীন্ । ২৩ । ফালাম্মা ~ আন্‌জ্বা-হুম্ ইযা-হুম্ ইয়াব্‌গূনা ফিল্ আর্‌দ্বি বিগইরিল্ হাক্ব্ ; ইয়া ~ আইয়্যুহান্

তোমার কৃতজ্ঞ হব । (২৩) তারপর যখন আমি তাদেরকে রক্ষা করি তখন তারা যমীনে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে; হে মানুষ!

النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ

না-সু ইন্নামা-বাগ্‌ইয়ুকুম্ 'আলা ~ আন্‌ফুসিকুম্ মাতা-'আল্ হা-ইয়া-তিদ্দুন্‌ইয়া-ছুম্মা ইলাইনা-মার্‌জ্বি'উকুম্

তোমাদের বিদ্রোহ তোমাদের উপরেই বর্তিবে, পার্থিব জীবনের সুখ মাত্র ক্ষণিকের; তারা পরে আমারই কাছে আসবে, আমি

فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ

ফানুনাব্বিউকুম্ বিমা-কুন্‌তুম্ তা'মালূন । ২৪ । ইন্নামা-মাছালুল্ হা ইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-কামা — য়িন্ আন্‌যাল্‌না-হু মিনাস্

অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দেব । (২৪) পার্থিব জীবনের উপমা এরূপ, তোমাদের যেমন আমি

السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ۗ حَتّٰٓى اِذَآ

সামা — য়ি ফাখ্‌তালাত্বোয়া বিহী নাবা-তুল্ আর্‌দ্বি মিম্মা- ইয়া''কুলুন্না-সু অল্ আন'আ-ম্ হাত্তা ~ ইযা ~

আকাশ হতে পানি নাযিল করি, ফলে তা দ্বারা মাটিতে তরুলতা গজায়, যা হতে মানুষ ও পশু আহার করে থাকে, যখন যমীন

اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ

আখাযাতিল্ আর্‌দ্বু যুখ্‌রুফাহা- অয্‌যাইয়্যানাত্ অজোয়ান্না আহ্‌লুহা ~ আন্নাহুম্ ক্বা-দ্বিরূনা 'আলাইহা ~ আতা-হা ~

শোভা ও রূপ ধারণ করে থাকে তখন মালিকেরা নিজেদেরকে কর্তৃত্বশীল মনে করে; তখন রাত বা দিনে আমার

আয়াত-২৪ ঃ পানি মাটির সঙ্গে মিলিত হলে এতে উদ্ভিধ জন্মে, যা মানুষ ও পশুরা আহার করে। এখানে মানুষের পার্থিব জীবনের উদাহরণে আকাশের যে পানির কথা বলা হয়েছে এটা যেন পতির শুক্রবিশেষ, আর যমীন অর্থে স্ত্রীর গর্ভাশয়কে বলা হয়েছে। অনন্তর উদ্ভিদ পানির সংস্পর্শে জন্ম লাভ করে মুক্ত বাতাসে যেমন পতপত করতে থাকে। তেমনি মানুষও ভূমিষ্ট হয়ে যৌবন তরঙ্গে দীপ্তমান হতে থাকে। অতঃপর ঘাস যেমন কিছু দিন পর হলুদ বর্ণ ধারণ করে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে এবং আস্তে আস্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির সাথে বিলীন হয়ে যায়। তেমনি মানুষের যৌবনেরও অবসান ঘটে বৃদ্ধ হয় এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে পাড়ি জমিয়ে ভূগর্ভস্থ হয়ে যায়। সে যত দীর্ঘ দিনই আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থেকে ইহজীবন ভোগ করুক না কেন, এর কোন নাম নিশান পর্যন্তও অবশিষ্ট থাকে না।

أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ

আম্রুনা- লাইলান্ আও নাহা-রন্ ফাজ্বা'আল্না-হা- হাছীদান্ কাআল্লাম্ তাগ্না বিল্আম্স্; কাযা-লিকা

নির্দেশ আসে, ফলে আমি তা এমন নিশ্চিহ্ন করে দিই যেন পূর্বে তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল

نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ ۖ وَيَهْدِي مَن

নুফাছ্ছিলুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বওমিই ইয়াতাফাক্কারূন্।২৫। অল্লা-হু ইয়াদ্'উ — ইলা-দা-রিস্ সালা-ম্; অইয়াহ্দী মাই

সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বর্ণনা করি। (২৫) আর আল্লাহ্ ডাকেন চির শান্তির বাসস্থানের দিকে এবং তিনি যাকে ইচ্ছা

يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ

ইয়াশা — য়ু ইলা-ছিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ২৬। লিল্লাযীনা আহ্সানুল্ হুস্না-অযিইয়া-দাহ্; অলা-ইয়ার্হাক্

সরল পথ প্রদর্শন করেন। (২৬) আর যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য উত্তম বস্তু রয়েছে এবং এর অতিরিক্ত আল্লাহ্র দীদার, হীনতা ও

وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ

উজ্বূহাহুম্ ক্বাতারুওঁ অলা-যিল্লাহ্; উলা — য়িকা আছ্হা-বুল্ জান্নাতি হুম্ ফীহা-খা-লিদূন্। ২৭। অল্লাযীনা

দীনতা তাদের চেহারা আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। (২৭) আর যারা পাপ

كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ

কাসাবুস্ সাইয়্যিয়া-তি জ্বাযা ~ উ সাইয়্যিয়াতিম্ বিমিছ্লিহা-অতার্হাক্বুহুম্ যিল্লাহ্; মা-লাহুম্ মিনাল্লা-হি মিন্

অর্জনকারী তাদের জন্য রয়েছে সমপরিমাণ প্রতিফল, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে, তাদেরকে আল্লাহ্ হতে

عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

'আ-ছিমিন্ কাআন্নামা ~ উগ্শিয়াত্ উজ্বূহুহুম্ ক্বিত্বোয়া'আম্ মিনাল্লাইলি মুজ্লিমা-; উলা — য়িকা আছ্হা-বুন্না-রি

রক্ষা করার মত কেউ নেই। তাদের চেহারা এমন হবে, যেন রাতের আঁধারে আচ্ছাদিত; তারা চিরকাল জাহান্নামের

النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا

হুম্ ফীহা-খ-লিদূন্। ২৮। অইয়াওমা নাহ্শুরুহুম্ জ্বামী'আন ছুম্মা নাক্বূলু লিল্লাযীনা আশ্রাকূ মাকা-নাকুম্ আনতুম্

অধিবাসী। (২৮) স্মরণ কর সেদিন সবাইকে একত্রিত করব; পরে মুশরিকদের বলব, তোমরা ও তোমাদের শরীকরা

مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا

অশুরাকা — উকুম্ ফাযাইয়্যাল্না-বাইনাহুম্ অক্বা-লা শুরাকা — উহুম্ মা- কুন্তুম্ ইয়্যা-না-

নিজ নিজ স্থানে থাক; তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করব; তাদের শরীকরা বলবে, তোমরা তো আমাদের ইবাদত

تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ۝

তা'বুদূন্। ২৯। ফাকাফা-বিল্লা-হি শাহীদাম্ বাইনানা-অবাইনাকুম্ ইন্ কুন্না-'আন্ 'ইবা-দাতিকুম্ লাগ-ফিলীন্।

কর নি। (২৯) আমাদের ও তোমাদের সাক্ষী আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তোমাদের উপাসনা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ বেখবর

٣٠ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ

৩০। হুনা-লিকা তাব্লূ কুল্লু নাফ্সিম্ মা ~ আস্লাফাত্ অরুদ্দূ ~ ইলাল্লা-হি মাওলা-হুমুল্ হাক্ব্ক্বি অদ্বোয়াল্লা

(৩০) তথায় প্রত্যেকে আপন পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে জানবে এবং তারা তাদের যথার্থ মাওলার কাছে যাবে এবং তাদের

عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣١ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن

ع ১০/৮ রুকু ৩

'আন্হুম্ মা-কা-নূ ইয়াফ্তারূন্। ৩১। ক্বুল্ মাই ইয়ার্‌যুক্বুকুম্ মিনাস্ সামা — য়ি অল্ আর্দ্বি আম্মাই

বানানো উপাস্যরা তাদের অগোচর হয়ে যাবে। (৩১) বলুন, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন নিয়ন্ত্রনাধিন হতে রিযিক

يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ

ইয়াম্লিকুস্ সাম্'আ অল্ আব্ছোয়া-রা অমাই ইয়ুখ্রিজুল্ হাইয়্যা মিনাল্ মাইয়্যিতি অইয়ুখ্রিজুল্ মাইয়্যিতা

প্রদান করে? শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তি কার অধীনে? কে বের করেন জীবিতকে মৃত হতে এবং মৃতুকে জীবিত হতে;

مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ط فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ ج فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ *

মিনাল্ হাইয়্যি অমাই ইয়ুদাব্বিরুল্ আম্র্; ফাসাইয়াক্বূলূনাল্লা-হু ফাক্বুল্ আফালা-তাত্তাক্বূন্।

কেই বা সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্, বলুন, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?

٣٢ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ج فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلُ ج فَأَنّٰى تُصْرَفُونَ *

৩২। ফাযা-লিকুমুল্লা-হু রব্বুকুমুল্ হাক্বু ফামা-যা-বা'দাল্ হাক্ব্ক্বি ইল্লাদ্দোয়ালা-লু ফাআন্না-তুছ্রাফূন্।

(৩২) সুতরাং তিনিই আল্লাহ তোমাদের সত্য রব; সত্য প্রকাশ পাওয়ার পর ভ্রান্তি ছাড়া কি আছে? অতএব কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

٣٣ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٤ قُلْ هَلْ مِن

৩৩। কাযা-লিকা হাক্ব্ক্বাত্ কালিমাতু রব্বিকা 'আলাল্লাযীনা ফাসাক্বূ ~ আন্নাহুম্ লা-ইয়ু''মিনূন্। ৩৪। ক্বুল্ হাল্ মিন্

(৩৩) এভাবে ফাসিকদের ব্যাপারে আপনার রবের বাণী সত্য হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না। (৩৪) আপনি বলুন, তোমাদের

شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ط قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

শুরাকা — য়িকুম্ মাই ইয়াব্দাউল্ খল্ক্ব ছুম্মা ইয়ু'ঈদুহ্; ক্বুলিল্লা-হু ইয়াব্দাউল্ খল্ক্ব ছুম্মা ইয়ু'ঈদুহ্

শরীকদের মাঝে কেউ কি এমন আছে, যে প্রথমে সৃষ্টি করে এটা পুনর্বার সৃষ্টি করবে? [১] বলুন, যে আল্লাহ্ প্রথমে সৃষ্টি করে তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করতে

فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ٣٥ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ط قُلِ اللّٰهُ

ফাআন্না-তু''ফাকূন্। ৩৫। ক্বুল্ হাল্ মিন্ শুরাকা — য়িকুম্ মাই ইয়াহ্দী ~ ইলাল্ হাক্ব্, কুলিল্লা-হু

পারবেন, কোথায় যাচ্ছ? (৩৫) আপনি বলুন, তোমাদের উপাস্যদের মাঝে কেউ কি আছে, যে তোমাদেরকে হক পথে চালাবে? আপনি বলুন, আল্লাহই

আয়াত-৩৪ ঃ টীকা ঃ (১) এ আয়াতে সৃষ্টি সম্বন্ধীয় উল্লিখিত কথাটির তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অন্যান্য আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে। এখানে তৎপ্রতি প্রশ্নাকারের মাধ্যমে ইঙ্গিত সহকারে বক্তব্যের ইতি টানা হয়। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিধান যে, শ্রোতার নিকট যদি কোন কথা জানা থাকে অথবা কোন বিষয়ে শ্রোতা যদি চিন্তা করে, তবে এটা তার নিকট প্রতিভাত হয়ে যায়। তখন যারা সুবক্তা তারা বিষয়টি প্রশ্নাকারে বর্ণনা করে পরিসমাপ্তি ঘটান যদ্দ্বারা শ্রোতার হৃদয়ে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। শ্রোতামণ্ডলী যদিও পুনর্বার সৃষ্ট হওয়াতে অবিশ্বাসী ছিল তবুও এ বিষয় যেহেতু দলীল প্রমাণে সাব্যস্ত হয়েছে, তাই এ বিষয়সমূহকে তাদের স্বীকৃত বস্তুরূপে পরিগণিত করে এদেরকে আল্লাহ তা'আলা প্রশ্নাকারে বর্ণনা করেন।

يَهْدِيْٓ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ

ইয়াহ্‌দী লিল্‌হাক্ব্ ; আফামাইঁ ইয়াহ্‌দী ~ ইলাল্ হাক্ব্‌ক্বি আহাক্ব্‌ক্ব্ আইঁ ইয়ুত্তাবা'আ আম্মাল লা-ইয়াহিদ্দী ~ ইল্লা ~

সত্য পথে চালান। যিনি সত্য পথে চালান তিনি কি অধিক অনুসরণযোগ্য, না কি সে, যাকে পথ না দেখালে পথ চলতে

اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ

আইঁ ইয়ুহ্‌দা- ফামা-লাকুম্ কাইফা তাহ্‌কুমূন্। ৩৬। অমা-ইয়াত্তাবি'উ আক্‌ছারুহুম্ ইল্লা-জোয়ান্না-;ইন্নাজ

পারে না। সেহেতু তোমাদের কি হল? তোমাদের বিচার কিরূপ হবে? (৩৬) তারা তাদের ধারণার উপর অনুসরণ করে চলে।

الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَمَا كَانَ هٰذَا

জোয়ান্না লা-ইয়ুগ্‌নী মিনাল্ হাক্ব্‌ক্বি শাইয়া-; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্ বিমা-ইয়াফ্'আলূন্।৩৭। অমা-কা-না হা-যাল্

কল্পনা তো সত্যের জন্য একটুও ফলপ্রসূ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত। (৩৭) আর এ কুরআন

الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ

ক্বুর্‌আ-নু আইঁ ইয়ুফ্‌তারা- মিন্ দূনিল্লা-হি অলা-কিন্ তাছ্‌দীক্বল্লাযী বাইনা ইয়াদাইহি অতাফ্‌ছীলাল্

আল্লাহ ছাড়া আর কারো রচনা নহে, বরং এটা তো এর পূর্বে অবতরণকারী গ্রন্থের সত্যায়নকারী ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ; এতে কোন

الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٨﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا

কিতা-বি লা-রাইবা ফীহি মির্ রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৩৮। আম্ ইয়াক্বূলূনাফ্ তারাহ্; ক্বুল্ ফা''তূ

সন্দেহ নেই যে, এটা সারা জাহানের রবের পক্ষ হতে অবতীর্ণ। (৩৮) তারা কি বলে যে, এটা তার রচনা? বলুন, তবে

بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٩﴾ بَلْ

বিসূরাতিম্ মিছ্‌লিহী অদ্'উ মানিস্ তাত্বোয়া'তুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৩৯। বাল্

তোমরা অনুরূপ একটি সূরা আন এবং ডেকে নাও আল্লাহ ছাড়া যাকেই পার, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৩৯) বরং তারা যা

كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ

কায্‌যাবূ বিমা-লাম্ ইয়ুহীত্বূ বি'ইল্‌মিহী অলাম্মা-ইয়া''তিহিম্ তা''ওয়ীলুহ্; কাযা-লিকা কায্‌যাবাল্লাযীনা

জানে না তাই তারা অস্বীকার করে। এটার ব্যাখ্যাও এখনও তাদের কাছে আসে নি। এভাবে এদের পূর্ববর্তীলোকেরাও মিথ্যারোপ

مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ

মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ ফান্‌জুর্ কাইফা কা-না'আ-ক্বিবাতুজ্জোয়া-লিমীন্। ৪০। অমিন্‌হুম্ মাইঁ ইয়ু''মিনু বিহী

৪ করেছিল, সুতরাং দেখুন, জালিমদের পরিণাম কি (ভয়াবহ) হয়েছে? (৪০) আর তাদের একদল এ কোরআন

ع
১০
৯
রুকু

وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤١﴾ وَاِنْ كَذَّبُوْكَ

অমিন্‌হুম্ মাল্লা-ইয়ু''মিনু বিহ্; অরব্বুকা আ'লামু বিল্ মুফ্‌সিদীন্। ৪১। অইন্ কায্‌যাবূকা

বিশ্বাস করে আর অন্য দল বিশ্বাস করে না; আপনার রব বিপর্যয়কারীদের ব্যাপারে জানেন। (৪১) আপনার প্রতি মিথ্যা

فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا

ফাক্বুল্লী 'আমালী অলাকুম্ 'আমালুকুম্ আন্তুম্ বারী — য়ূনা মিম্মা ~ আ'মালু অআনা বারী — উম্ মিম্মা-

আরোপ করলে আপনি বলুন, আমার কর্ম আমার, তোমাদের কর্ম তোমাদের, আমার কর্মে তোমরা দায়ী নও, তোমাদের কর্মে

تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا

তা'মালূন্ ।৪২। অমিন্হুম্ মাইঁ ইয়াস্তামি'উনা ইলাইক্; আফা আন্তা তুস্মি'উছ্ ছুম্মা অলাও কা-নূ লা-

আমি দায়ী নই। (৪২) আর এমন অনেক আছে যারা আপনার প্রতি কান রাখে, তারা না বুঝলেও কি আপনি বধিরকে

يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا

ইয়া'ক্বিলূন্। ৪৩। অমিন্হুম্ মাইঁ ইয়ান্জুরু ইলাইক্; আফা আন্তা তাহ্দিল 'উম্ইয়া অলাও কা-নূ লা-

শ্রবণ করাবেন? (৪৩) তাদের কেউ কেউ আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখে তারা না দেখলেও কি আপনি অন্ধকে পথ প্রদর্শন

يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞

ইয়ুব্ছিরূন্। ৪৪। ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াজ্লিমুন্ না-সা শাইয়াওঁঅলা-কিন্নান্না-সা আন্ফুসাহুম্ ইয়াজ্লিমূন্।

করবেন? (৪৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন জুলুম করেন না, বরং মানুষই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ ﴿٤٤﴾

৪৫। অ ইয়াওমা ইয়াহ্শুরুহুম্ কাআল্ লাম্ ইয়াল্বাছূ ~ ইল্লা-সা-'আতাম্ মিনান্নাহা-রি ইয়াতা'আ-রাফূনা বাইনাহুম্;

(৪৫) যেদিন তাদেরকে একত্র করবেন ১ সেদিনের কথা স্মরণ কর, তখন তাদের মনে হবে যেন দিনের এক মুহূর্তই অবস্থান করেছে,

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ

ক্বদ্ খাসিরাল্লাযীনা কায্যাবূ বিলিক্বা — য়িল্লা-হি অমা-কা-নূ মুহ্তাদীন্। ৪৬। অইম্মা-নুরিইয়ান্নাকা

তারা পরস্পরকে চিনবে। নিঃসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা আল্লাহ্র দর্শনকে মানে নি আর তারা সৎ পথ প্রাপ্ত নয়। (৪৬) তাদেরকে শাস্তি

بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا

বা'দ্বোয়াল্লাযী না'ইদুহুম্ আওনাতাঅফ্ফাইন্নাকা ফাইলাইনা-মার্জি'উহুম্ ছুম্মাল্লা-হু শাহীদুন্ 'আলা-মা-

দেয়ার ওয়াদার কিছু আপনাকে দেখাই বা আপনাকে মৃত্যু দেই, সর্বাবস্থায় তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। আল্লাহ তাদের

يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ

ইয়াফ্'আলূন্। ৪৭। অলিকুল্লি উম্মাতির্ রাসূলুন্ ফাইযা-জ্বা — আ রসূলুহুম্ কুদ্বিয়া বাইনাহুম্ বিল্ক্বিস্ত্বি অহুম্

কৃতকর্মের সাক্ষী। (৪৭) প্রত্যেক জাতির জন্য রাসূল ছিল; আর যখন তাদের নিকট রাসূল আসল, তখন ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তি হল, তারা

আয়াত-৪৪ঃ এটি এজন্যই বলা হয়েছে যে, মানুষের কৃতকর্ম তাদের প্রতিই আরোপ করা হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পাপীদের তাদের কু-কর্মের জন্য আযাবে নিক্ষেপ করবেন। আয়াত-৪৫ঃ টীকাঃ (১) অর্থাৎ মুশরিকদের যখন কিয়ামতের দিন একত্রিত করাবেন। সেদিন তারা পরস্পর পরিচিতি হবে। আর সে দিনের ভয়াবহতা ও দুর্যোগের কারণে পৃথিবী ও কবরের জীবনকে তাদের নিকট এক-আধ ঘন্টার সমান মনে হবে, যদিও তারা ঐ দু জগতে শত সহস্র বছর অবস্থান করে থাকুক। সেদিন পরস্পরকে চেনা সত্বেও চিনবে না। কেউই কারও কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। তাই এ জানা-শুনা কাজে আসবে না, কেউই কারও কোন উপকারও করতে পারবে না। ফলে তাদের দুঃখ কষ্ট দ্বিগুণ হবে।

لَا يَظْلِمُونَ ﴿٤٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ قُل لَّا أَمْلِكُ

লা-ইয়ুজ্লামূন্। ৪৮। অইয়াক্বূলূনা মাতা-হা-যাল্ অ'দু ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দ্বিক্বীন। ৪৯। ক্বুল্ লা ~ আম্লিকু

অত্যাচারিত হল না। (৪৮) আর তারা বলে, সত্যবাদী হলে বল, এ ওয়াদা কবে? (৪৯) আপনি বলুন, আল্লাহ্র ইচ্ছা

لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا

লিনাফ্সী দ্বোয়ার্রাওঁ অলা-নাফ্'আন্ ইল্লা-মা-শা —আল্লা-হ্; লিকুল্লি উম্মাতিন্ আজ্বাল্ ; ইযা-জ্বা —আ আজ্বালুহুম্ ফালা-

ছাড়া আমি তোমার নিজের জন্যও ভাল-মন্দের কোন অধিকার রাখি না। প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়

يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا

ইয়াস্তা'খিরূনা সা-'আতাওঁ অলা-ইয়াস্তাক্বাদিমূন্। ৫০। ক্বুল্ আরআইতুম্ ইন্ আতা-কুম্ 'আযা বুহু-বাইয়া-তান্

আছে। তাদের নিকট সময় আসলে মুহূর্তও আগ-পাছ হবে না। (৫০) বলুন তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তাঁর শাস্তি

أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥١﴾ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ

আও নাহা-রাম্ মা-যা-ইয়াস্তা'জ্বিলু মিন্হুল্ মুজ্বরিমূন্। ৫১। আছুম্মা ইযা-মা-অক্বা'আ আ-মান্তুম্ বিহ্;

রাতে বা দিনে আসলে তখন কি অপরাধিরা কামনা করবে। (৫১) তবে কি ঘটবার পর তার প্রতি বিশ্বাস

آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ

আ —ল্আ-না অক্বাদ্ কুন্তুম্ বিহী তাস্তাজ্বিলূন। ৫২। ছুম্মা ক্বীলা লিল্লাযীনা জোয়ালামূ যূক্বূ 'আযা-বাল্

করবে, তোমরাই তো এর জন্য তাড়াহুড়া করছিলে। (৫২) পরে জালিমদের বলা হবে স্বাদ গ্রহণ কর চির শাস্তির।

الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٣﴾ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ

খুল্দি হাল্ তুজ্যাওনা ইল্লা-বিমা-কুন্তুম্ তাক্সিবূন। ৫৩। অ ইয়াস্তাম্বিঊনাকা আহাক্ব্ক্বুন্ হুঅ;

তোমরা যা করতে তার কর্মফলই তোমাদেরকে দেয়া হবে। (৫৩) তারা আপনার কাছে জানতে চায়, তা কি সত্য?

قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۚ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٤﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ

ক্বুল্ ঈ অরব্বী ~ ইন্নাহূ লাহাক্ব্ ; অমা ~ আন্তুম্ বিমু'জ্বিযীন্। ৫৪। অলাও আন্না লিকুল্লি নাফ্সিন্

আপনি বলুন, হাঁ, আমার রবের শপথ। তা অবশ্যই সত্য। আর তোমরা তা এড়াতে পারবে না। (৫৪) পৃথিবীর সব কিছু

ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ

জোয়ালামাত্ মা-ফিল্ আর্দ্বি লাফ্তাদাত্ বিহ্; অআসার্রুন্ নাদা-মাতা লাম্মা- রাআউল্ 'আযা-বা

জালিমের হলে প্রত্যেকেই তা মুক্তিপণ দিত; আর তারা আযাব দেখলে অনুশোচনা গোপন করবে। আর তাদের মধ্যে

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ

অক্বুদ্বিয়া-বাইনাহুম্ বিল্ ক্বিস্ত্বি অহুম্ লা-ইয়ুজ্লামূন্। ৫৫। আলা ~ ইন্না লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্

ন্যায়ভাবে মীমাংসা করা হবে। আর তারা জুলুমের স্বীকার হবে না। (৫৫) সাবধান! আসমান-যমীনের সবকিছুই আল্লাহর ;

الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿৫৬﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَ

আর্দ্ব; আলা ~ ইন্না অ'দাল্লা-হি হাক্বু কু ওঁ অলা-কিন্না আক্ছারাহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৫৬। হুঅ ইয়ুহ্য়ী অ

শ্রবণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা হক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা অবগত নয়। (৫৬) তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন,

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿৫৭﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ

ইয়ুমীতু অইলাইহি তুরজ্বা'উন। ৫৭। ইঁয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু ক্বদ্ জ্বা — আত্কুম্ মাও'ইজোয়াতুম্ মির্ রব্বিকুম্

এবং তাঁর নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল (৫৭) হে মানুষ! তোমাদের নিকট এসেছে উপদেশ তোমাদের রবের পক্ষ

وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿৫৮﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ

অশিফা — উল্ লিমা ফিছ্ ছুদূরি অহুদাওঁ অরহ্মাতুল্লিল্ মু''মিনীন্ ৫৮। ক্বুল্ বিফাদ্বলিল্লা-হি অ

হতে এবং অন্তর রোগের ওষুধ এসেছে; মু'মিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। (৫৮) বলুন, (এ কোরআন) আল্লাহ্র অনুগ্রহ

بِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿৫৯﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

বিরহ্মাতিহী ফাবিযা-লিকা ফাল্ ইয়াফ্রাহূ ; হুওয়া খাইরুম্ মিম্মা- ইয়াজ্মা'উন্। ৫৯। ক্বুল্ আরায়াইতুম্ মা ~ আন্যালাল্লা-হু

ও দয়ায়, এতে যেন সন্তুষ্ট হয়। তাদের পুঞ্জীভূত ধন হতে এটা উত্তম। (৫৯) বলুন, তোমাদের রায় কি, আল্লাহ তোমাদের

لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ

লাকুম্ মির্ রিয্ক্বিন্ ফাজ্ব'আল্তুম্ মিনহু হারা-মাওঁ অহালা-লা-; ক্বুল্ আ — ল্লা-হু আযিনা লাকুম্ আম্ 'আলাল্লা-হি

জন্য যে রিযিক দিয়েছেন তার কিছু হারাম করেছেন কিছু হালাল করেছেন? বলুন, এটা আল্লাহ্র আদেশ, না তোমরা আল্লাহর

تَفْتَرُونَ ﴿৬০﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

তাফ্তারূন্। ৬০। অমা-জোয়ান্নুল্লাযীনা ইয়াফ্তারূনা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; ইন্নাল্লা-হা

উপর অপবাদ দিচ্ছ। (৬০) আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, পরকাল সম্পর্কে তাদের ধারণা কি? নিশ্চয়ই আল্লাহ

لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿৬১﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا ع ৬ ৭ ১১ রুকু

লাযূ ফাদ্বলিন্ 'আলান্না-সি অলা-কিন্না আক্ছারাহুম্ লা-ইয়াশ্কুরূন্। ৬১। অমা-তাকূনু ফী শা''নিওঁ অমা-

মানুষের প্রতি বিরাট অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। (৬১) আর আপনি যে অবস্থায়ই থাকেন

تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ

তাত্লূ মিন্হু মিন্ ক্বুর্আ-নিওঁ অলা-তা'মালূনা মিন 'আমালিন্ ইল্লা-কুন্না-'আলাইকুম্ শুহূদান্ ইয্

এবং, সে বিষয়ে কোরআনের যা কিছু পড়েন, তোমরা যে কাজই কর আমি তোমাদের সে কাজের সাক্ষী, যখন তোমরা

আয়াত-৫৭ঃ প্রকৃতপক্ষে কুরআন সর্বরোগের নিরাময়, তা অন্তরের রোগই হোক কিংবা দেহেরই হোক। তবে আত্মিক রোগের ধ্বংসকারিতা মানুষের দৈহিক রোগ অপেক্ষা বেশি মারাত্মক এবং এর চিকিৎসাও কারো সাধ্যের ব্যাপার নয়। হাদীসের বর্ণনা ও উম্মতের আলেম সম্প্রদায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞতাই এটির প্রমাণ যে, কুরআন মজিদ যেমন আত্মার ব্যাধির জন্য অব্যর্থ মহৌষধ, তেমনি দৈহিক ব্যাধির জন্যও উত্তম চিকিৎসা। (মাঃ কোঃ, তাফঃ রূঃ মাঃ) আয়াত-৫৮ঃ এ আয়াতে দুটি বিষয়কে আনন্দের উপকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি আল্লাহর ফযল এবং অপরটি তার রহমত। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেছেন, ফযল এর মর্ম হল কুরআন এবং রহমতের মর্মার্থ হল, কুরআন অধ্যয়ন এবং তদানুযায়ী আ'মল করার তাওফীক লাভ। (মাঃ কোঃ)

تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

তুফীদ্বূনা ফীহ্‌; অমা-ইয়া'যুবু 'আর্‌ রব্বিকা মিম্‌ মিছ্‌ক্বা-লি যার্‌রতিন্‌ ফিল্‌ আরদ্বি অলা-ফিস্‌
এটাতে লিপ্ত হও। আর আসমান ও যমীনের সূক্ষ্ম কোন বস্তুও আপনার প্রতিপালকের অগোচরে নয়;

السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦٢﴾ أَلَا إِنَّ

সামা—য়ি অলা ~ আছ্‌গরা মিন্‌ যা-লিকা অলা ~ আক্‌বারা ইল্লা-ফী কিতা-বিম্‌ মুবীন্‌। ৬২। আলা ~ ইন্না
তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বৃহত্তর কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদদ্ধ নেই (৬২) সাবধান! নিশ্চয়ই

أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٣﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

আওলিয়া—আল্লা-হি লা-খওফুন 'আলাইহিম্‌ অলা-হুম্‌ ইয়াহ্‌যানূন্‌। ৬৩। আল্লাযীনা আ-মানূ অকা-নূ
আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না। (৬৩) আর যারা ঈমান এনেছে এবং ও সংযমী

يَتَّقُونَ ﴿٦٤﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ

ইয়াত্তাক্বূন্‌ ।৬৪। লাহুমুল্‌ বুশ্‌রা-ফিল্‌ হা-ইয়া-তিদ্দুন্‌ইয়া-অফিল্‌ আ-খিরাহ্‌; লা-তাব্‌দীলা লিকালিমা-তিল্‌
হয়েছে। ৬৪। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতের জীবনে আর আল্লাহ্‌র কথার কোন

ওয়াক্‌ফে লাযেম

اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٥﴾ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ

লা-হ্‌; যা-লিকা হুঅল্‌ ফাওযুল্‌ 'আজীম্‌। ৬৫। অলা-ইয়াহ্‌যুন্‌কা ক্বাওলুহুম্‌ ইন্নাল্‌ 'ইয্‌যাতা লিল্লা-হি জ্বামী'আ-;
পরিবর্তন নেই; এটাই বড় সাফল্য। (৬৫) আর তাদের কথা আপনাকে যেন দুঃখ না দেয়; সকল সম্মান আল্লাহ্‌র;

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٦﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ

হুঅস্‌ সামী'উল্‌ 'আলীম। ৬৬। আলা ~ ইন্না লিল্লা-হি মান্‌ ফিস্‌ সামা-ওয়া-তি অমান্‌ ফিল্‌ আর্‌দ্ব; অমা-ইয়াত্তাবি'উল্‌
তিনি সব শুনেন, জানেন। (৬৬) স্মরণ কর, আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর মালিকানাধীন; আর যারা

الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا

লাযীনা ইয়াদ্‌'উনা মিন্‌ দূনিল্লা-হি শুরাকা—আ; ইঁ ইয়াত্তাবি'উনা ইল্লাজ্জোয়ান্না অইন্‌ হুম্‌ ইল্লা-
আল্লাহকে বাদ দিয়ে শরীকদের উপাসনা করে, তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করে এবং কেবল মিথ্যাই

يَخْرُصُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ

ইয়াখ্‌রুছূন্‌। ৬৭। হুঅল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্‌ লাইলা লিতাস্‌কুনূ ফীহি অন্নাহা-রা মুব্‌ছিরা-; ইন্না
বলে। (৬৭) তিনি সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত ও দেখবার জন্য সৃষ্টি করেছেন দিন; নিশ্চয়ই

فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ

ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্‌ লিক্বওমিইঁ ইয়াস্‌মা'উন্‌। ৬৮। ক্বা-লুত্তাখযাল্লা-হু অলাদান্‌ সুব্‌হা-নাহ্‌;- হুঅল্‌ গনিয়্যু;
যারা শুনে তাদের জন্য এতে নিদর্শন আছে। (৬৮) তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র! তিনি অভাব মুক্ত!

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ؕ

লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্ব; ইন্ 'ইন্দাকুম্ মিন্ সুল্ত্বোয়া-নিম্ বিহা-যা-;

আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই মালিকানাধীন। নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে কোন সনদ নেই এর সপক্ষে।

اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ

'আতাকূলূনা 'আলাল্লা-হি মা-লা- তা'লামূন্। ৬৯। কুল্ ইন্নাল্লাযীনা ইয়াফ্তারূনা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা

তোমরা কি যে বিষয় জান না তা আল্লাহ্র ব্যাপারে বলছ (৬৯) বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ব্যাপারে মিথ্যা রচনাকারী কখনও

لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٧٠﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ

লা-ইয়ুফ্লিহূন্। ৭০। মাতা-'উন্ ফিদ্দুন্ইয়া-ছুম্মা ইলাইনা-মারজি'উহুম্ ছুম্মা নুযীকুহুমুল্ 'আযা-বাশ্

সফল হবে না। (৭০) এটা পার্থিব সম্পদমাত্র, তারা আমার কাছেই আসবে। তখন আমি তাদের অবিশ্বাসের কারণে

الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧١﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ

শাদীদা বিমা- কা-নূ ইয়াক্ফুরূন্। ৭১। অত্লু 'আলাইহিম্ নাবাআ নূহ্। ইয্ ক্বা-লা লিক্বওমিহী ইয়া-ক্বওমি

কঠোর শাস্তি দিব। (৭১) আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন নূহের বৃত্তান্ত; যখন সে তার কাওমকে বলল, হে আমার

ওয়াক্ফে লাযেম রুকু ১২ ع ১০ ৭ ● তিন চতুর্থাংশ

اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ

ইন্ কা-না কাবুরা 'আলাইকুম্ মাক্বা-মী অতায্কীরী বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ফা'আলাল্লা-হি তাওক্কাল্তু

কাওম। আমার অবস্থান ও আল্লাহর নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ তোমাদের খারাপ লাগলে আল্লাহ্র উপরেই আমার

فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا

ফাআজ্মি'উ ~ আম্রাকুম্ অশুরাকা — আকুম্ ছুম্মা লা-ইয়াকুন্ আম্রুকুম্ 'আলাইকুম্ গুম্মাতান্ ছুম্মাক্বদ্বূ ~

ভরসা। এখন তোমরাও তোমাদের শরীকদের নিয়ে কর্ম স্থির কর; পরে যেন নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সংশয় না হয়, আমার

اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٧٢﴾ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى

ইলাইয়্যা অলা-তুন্যিরূন্। ৭২। ফাইন্ তাঅল্লাইতুম্ ফামা-সাআল্তুকুম্ মিন্ আজ্র্; ইন্ আজ্রিয়া ইল্লা-'আলা

ব্যাপারেও স্থির কর, আমাকে সুযোগ দিও না। (৭২) তারপর মুখ ফিরালে আমি তো তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না, আমার

اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي

ল্লা-হি অউমিরতু আন্ আকূনা মিনাল্ মুস্লিমীন্। ৭৩। ফাকায্যাবূহু ফানাজ্জাইনা-হু অমাম্ মা'আহূ ফিল্

পাওনা তো আল্লাহ্র কাছে, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মুসলিম হওয়ার। (৭৩) আর তারা তাকে (নূহকে) মিথ্যুক বলে; তাই

الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

ফুল্কি অজ্বা'আল্না-হুম্ খলা — য়িফা অআগ্রাক্বনাল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-ফান্জুর্ কাইফা কা-না

আমি তাকে ও তার নৌকার সঙ্গীদেরকে উদ্ধার করি; তাদেরকে খলীফা করি, আর আয়াত অস্বীকারকারীদের ডুবিয়ে দিই, দেখুন,

عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ

'আ-ক্বিবাতুল্ মুন্যারীন্। ৭৪। ছুম্মা বা'আছ্না মিম্ বা'দিহী রুসুলান্ ইলা- ক্বাওমিহিম্ ফাজ্বা — উহুম্
সতর্কপ্রাপ্তদের পরিণাম কিরূপ হল? (৭৪) তারপর আমি বহু রাসূল তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠাই; তারা প্রমাণাদিসহ

بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ

বিল্ বাইয়্যিনা-তি ফামা-কা-নূ লিইয়ু'মিনূ বিমা-কায্যাবূ বিহী মিন্ কাব্ল্; কাযা-লিকা নাত্বা'উ 'আলা-
এসেছে; কিন্তু তারা যা পূর্বে অস্বীকার করত তা বিশ্বাস করতে পারে নি, এভাবে আমি সীমালংঘনকারীদের

قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

ক্বুলূবিল্ মু'তাদীন। ৭৫। ছুম্মা বা'আছ্না মিম্ বা'দিহিম্ মূসা-অহা-রূনা ইলা-ফির্'আওনা
মনে ছাপ লাগিয়ে দেই। (৭৫) তারপর আমি মূসা ও হারূনকে ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে আমার আয়াতসহ

وَمَلَائِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ

অমালায়িহী বিআ-ইয়া-তিনা-ফাস্তাক্বারূ অকা-নূ ক্বাওমাম্ মুজ্বরিমীন।৭৬। ফালাম্মা-জ্বা — আহুমুল্ হাক্ব্ব্
প্রেরণ করি, আর তারা অহংকারী ও অপরাধী সম্প্রদায় ছিল। (৭৬) অতঃপর তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হক

مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا

মিন্ 'ইন্দিনা-ক্ব-লূ ~ ইন্না হা-যা- লাসিহ্রুম্ মুবীন্। ৭৭। ক্ব-লা মূসা ~ আতাক্বূলূনা লিল্হাক্ব্বি লাম্মা-
আসলে বলে, নিশ্চয়ই এটা তো প্রকাশ্য যাদু। (৭৭) মূসা বলল, আগত সত্য সম্পর্কে কি তোমরা এমন বলছ?

جَاءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٧٨﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا

জ্বা — আকুম্; আসিহ্রুন্ হা-যা-; অলা-ইয়ুফ্লিহুস্ সা-হিরূন্। ৭৮। ক্ব-লূ ~ আজি'তানা-লিতাল্ফিতানা-'আম্মা-
এটা কি যাদু? আর যাদুকররা তো সফল হয় না। (৭৮) তারা বলল, তুমি কি এ জন্য এসেছ যে, পিতৃপুরুষদেরকে

وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا

অজ্বাদ্না-'আলাইহি আ-বা — আনা-অতাকূনা লাকুমাল্ কিব্রিয়া — উ ফিল্ আরদ্ব্; অমা-নাহ্নু লাকুমা-
যাতে পেলাম তা হতে বিচ্যুত করতে ও যমীনে তোমাদের দুজনের পতিপত্তির জন্য; আমরা তোমাদেরকে বিশ্বাস

بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ

বিমু'মিনীন্। ৭৯। অক্ব-লা ফির'আউনু'তূনী বিকুল্লি সা-হিরিন্ 'আলীম্। ৮০। ফালাম্মা ~ জ্বা — আস্ সাহারাতু
করব না। ৭৯। ফিরাউন বলল, সকল অভিজ্ঞ যাদুকরকে নিয়া আস। (৮০) তারপর যখন যাদুকররা আসল তখন

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ

ক্ব-লা লাহুম্ মূসা ~ আল্ক্বূ মা ~ আন্তুম্ মুল্ক্বূন্। ৮১। ফালাম্মা ~ আল্ক্বও ক্ব-লা মূসা-মা-
মূসা বলল, যা নিক্ষেপ করার তোমরা নিক্ষেপ কর। (৮১) তারা নিক্ষেপ করলে মূসা বলল, তোমাদের আনিত সবই

السِّحْرُ ۗ إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٢﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ

জ্বি. "তুম্ বিহিস্ সিহ্‌র; ইন্নাল্লা-হা সাইয়ুব্ ত্বিলুহ; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুছলিহু 'আমালাল্ মুফ্‌সিদীন্। ৮২। অইয়ুহিক্ব্ কু্ল্লা-হুল্

তো যাদু। নিশ্চয়ই আল্লাহ এটা এখনই বাতিল করবেন, আল্লাহ দুষ্কৃতীদের কাজ সার্থক করেন না। (৮২) আল্লাহ স্বীয় ৮

الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٣﴾ فَمَآ اٰمَنَ لِمُوسٰى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ ع ১২ ১৩ রুকু

হাক্ব্ কু বিকালিমা-তিহী অলাও কারিহাল্ মুজ্ রিমূন্। ৮৩। ফামা ~ আ-মানা লিমূসা ~ ইল্লা- যুর্‌রিয়্যাতুম্ মিন্ ক্বওমিহী

কথানুযায়ী সত্যকে সত্য করেন। যদিও অপরাধীরা তা পছন্দ করে না। (৮৩) স্বগোত্রীয় যারা ছিল তাদের মধ্যে কিছু ছাড়া

عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ أَنْ يَّفْتِنَهُمْ ۗ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۚ

'আলা-খওফিঁম্ মিন্ ফির'আওনা অমালায়িহিম্ আইয়্যাফ্‌তিনাহুম্; অইন্না ফির'আউনা লা'আ-লিন্ ফিল্ আরদ্বি

আর কেউই মূসাকে বিশ্বাস করে নি ফেরাউন ও তার পরিষদের নির্যাতনের ভয়ে। যমীনে ফিরাউন শক্তিশালী ছিল,

وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٤﴾ وَقَالَ مُوسٰى يٰقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ

অইন্নাহূ লামিনাল্ মুস্‌রিফীন্। ৮৪। অক্বা-লা মূসা-ইয়াক্বওমি ইন্ কুন্‌তুম্ আ-মান্‌তুম্ বিল্লা-হি ফা'আলাইহি

আর ছিল সীমালংঘনকারী। (৮৪) মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর, তবে মুসলিম হও,

تَوَكَّلُوٓا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٨٥﴾ فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً

তাঅক্কালূ ~ ইন্ কুন্‌তুম মুস্‌লিমীন্। ৮৫। ফাক্বা-লূ 'আলাল্লা-হি তাওয়াক্কাল্‌না- রব্বানা-লা-তাজ্ 'আল্‌না-ফিত্‌নাতাল্

এবং তাঁরই উপর নির্ভর কর। (৮৫) তারপর তারা বলল, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করলাম; হে রব! আমাদেরকে জালিমদের

لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿٨٦﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَأَوْحَيْنَآ إِلٰى

লিল্‌ক্বওমিজ্জোয়া-লিমীন্। ৮৬। অনাজ্জিনা-বিরহ্‌মাতিকা মিনাল্ ক্বওমিল্ কা-ফিরীন্। ৮৭। অআওহাইনা ~ ইলা-

নির্যাতন কেন্দ্র বানিও না। (৮৬) নিজ দয়ায় কাফের হতে আমাদেরকে মুক্ত কর। (৮৭) মূসা ও তাঁর ভ্রাতার কাছে

مُوسٰى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَّاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَّ

মূসা- অআখীহি আন্ তাবাওয়্যাআ-লিক্বওমিকুমা-বিমিছ্‌রা বুইয়ূতাওঁ অজ্ 'আলূ বুইয়ূতাকুম্ কিব্‌লাতাওঁ অ

অহী প্রেরণ করলাম যে, স্বগোত্রীয়দের জন্য মিসরে গৃহস্থাপন কর,এবং তোমাদের বাসগৃহসমূহকে এবাদত গৃহ কর,

أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقَالَ مُوسٰى رَبَّنَآ إِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ

আক্বীমুছ্ ছলা-হ্; অবাশ্‌শিরিল্ মু''মিনীন্। ৮৮। অক্বা-লা মূসা-রব্বানা ~ ইন্নাকা আ-তাইতা ফির'আউনা

নামায কায়েম কর, এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দাও। (৮৮) মুসা বলল, হে আমাদের রব! ফিরাউন ও তার সভাষদকে

وَمَلَأَهُ زِينَةً وَّأَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ

অমালায়াহূ যীনাতাওঁ অআম্‌ওয়া-লান্ ফিল্ হা-ইয়া-তিদ্দুন্‌ইয়া-রব্বানা-লিইয়ুদ্বিল্লূ আন্ সাবীলিকা রব্বানাত্ব্‌ মিস্

এ দুনিয়ায় শোভা ও সম্পদ প্রদান করেছি, হে আমাদের রব! যে জন্য তোমার পথ হতে বিভ্রান্ত করে, হে আমাদের রব!

عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ

'আলা ~ আম্ওয়া-লিহিম্ অশ্দুদ্ 'আলা-ক্বু‚লূবিহিম্ ফালা-ইয়ু''মিনূ হাত্তা-ইয়ারাউল্ 'আযা-বাল্ আলীম্।

তাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, তাদের হৃদয়ে মোহর কর, কেননা, তারা মর্মন্তুদ শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।

٨٩ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

৮৯। ক্বা-লা ক্বদ্ উজ্বীবাত্ দা'অতুকুমা-ফাস্তাক্বীমা-অলা-তাত্তাবি'আ — ন্নি সাবীলাল্লাযীনা লা-ইয়া'লামূন্।

(৮৯) আল্লাহ বললেন, তোমাদের দোয়া গৃহীত হল, অতএব, তোমরা দৃঢ় থাক, অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করো না।

٩٠ وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ۭ

৯০। অজ্বা-অয্না- বিবানী ~ ইস্রা —ঈলাল্ বাহ্রা ফাআত্বা'আহুম্ ফির'আউনু অজু‚নূদুহূ বাগ্ইয়াওঁ অ'আদ্ওয়া-;

(৯০) আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম, ফিরাউন ও তার সৈন্যরা বিদ্বেষ ও বাড়াবাড়ি করে পশ্চাদ্ধাবন করল,

حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا

হাত্তা ~ ইযা ~ আদ্রকাহুল্ গরাক্বু‚ ক্বা-লা আ-মান্তু আন্নাহূ লা ~ ইলা-হা ইল্লাল্লাযী ~ আ-মানাত্ বিহী বানূ~

পরিশেষে যখন সে ডুবল, তখন বলল, আমি ঈমান নিলাম যে, সে ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই যার প্রতি ঈমান এনেছে বনী

اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٩١ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ

ইস্রা ~ ঈলা অ আনা মিনাল্ মুস্লিমীন্। ৯১। আল্আ — না অকৃদ্ আ'ছোয়াইতা ক্বব্লু অকুন্তা মিনাল্ মুফ্সিদীন।

ইসরাঈল এবং আমি মুসলিম। (৯১) এখন ঈমান এনেছ অথচ ইতিপূর্বে তুমিই অমান্য করেছ এবং বিপর্যয়কারী ছিলে।

٩٢ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ۭ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ

৯২। ফাল্ইয়াওমা নুনাজ্জীকা বিবাদানিকা লিতাকূনা লিমান্ খল্ফাকা আ-ইয়াহ্; অইন্না কাছীরাম মিনান্ না-সি 'আন্

(৯২) আজ আমি তোমার দেহ রক্ষা করব, যেন তুমি পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। বাস্তবিক পক্ষে অধিকাংশ লোক

ع ৯ ১০ 14 রুকু

اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ٩٣ وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ

আ-ইয়া-তিনা- লাগ-ফিলূন্।৯৩। অলাকৃদ্ বাওয়্যা''না-বানী ~ ইস্রা — ঈলা মুবাওয়্যা আছিদ্ক্বিওঁ অরাযাক্ব্‚না-হুম্ মিনাত্ব্‚

আমার আয়াত হতে গাফিল। (৯৩) আর আমি বনী ইস্রাঈলকে উত্তম ভূমিতে আবাস ও উৎকৃষ্ট রিযিক দিয়েছি; তারা

الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

ত্বোইয়্যিবা-তি ফামাখ্ তালাফূ হাত্তা-জ্বা — আ হুমুল্ 'ইল্ম্; ইন্না রব্বাকা ইয়াক্ব্‚দ্বী বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্

অতঃপর তাদের নিকট ইলম্ পৌছার পর তারা বিভেদ সৃষ্টি করল; আপনার রব তাদের মতভেদযুক্ত বিষয়ে

الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ٩٤ فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ

ক্বিয়া-মাতি ফী মা-কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন্। ৯৪। ফাইন্ কুন্তা ফী শাক্কিম্ মিম্মা ~ আন্যাল্না ~ ইলাইকা

কিয়ামতের দিন মীমাংসা করে দেবেন। (৯৪) আপনার প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি যদি আপনার সন্দেহ হয়, তবে

فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا

ফাস্আলিল্লাযীনা ইয়াক্বরাঊনাল্ কিতা-বা মিন্ ক্বব্লিকা লাক্বদ্ জা — আকাল্ হাক্ব্কু মির্ রব্বিকা ফালা-

জিজ্ঞেস করুন আপনার পূর্বের কিতাব পাঠকদের, নিশ্চয়ই আপনার কাছে আপনার রবের পক্ষ হতে সত্যই এসেছে।

تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٥﴾ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ

তাকূনান্না মিনাল্ মুম্তারীন্। ৯৫। অলা-তাকূনান্না মিনাল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ফাতাকূনা

সুতরাং আপনি সন্দেহমুক্ত থাকুন। (৯৫) সুতরাং আপনি কখনও আল্লাহ্র নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে গণ্য হবেন না,

مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٧﴾ وَلَوْ

মিনাল খ-সিরীন। ৯৬। ইন্নাল্লাযীনা হাক্ব্ক্বাত 'আলাইহিম্ কালিমাতু রব্বিকা লা-ইয়ু''মিনূন্। ৯৭। অলাও

নচেৎ ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হবেন। (৯৬) নিশ্চয়ই যাদের ব্যাপারে রবের বাক্য সাব্যস্ত তারা ঈমান আনবে না। (৯৭) তাদের

جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٩٨﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ

জা — আতহুম্ কুল্লু আ-ইয়াতিন্ হাত্তা- ইয়ারাউল্ 'আযা-বাল্ আলীম্।৯৮। ফালাওলা-কা-নাত্ ক্বার্ইয়াতুন্ আ-মানাত্

কাছে সব নিদর্শন আসলেও, যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি দেখবে। (৯৮) কোন জনপদের ঈমান কাজে আসে নি একমাত্র

فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۭ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي

ফানাফা'আহা ~ ঈমা-নুহা ~ ইল্লা-ক্বওমা ইয়ূনুস; লাম্মা ~ আ-মানূ কাশাফ্না-'আন্হুম 'আযা-বাল্ খিয্ইয়ি ফিল্

ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া। তারা যখন ঈমান আনল তখন আমি তাদেরকে মুক্ত করলাম পার্থিব জীবনে হীন শাস্তি

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٩﴾ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ

হাইয়া-তিদ্দুন্ইয়া-অমাত্তা'না-হুম্ ইলা-হীন্। ৯৯। অলাও শা — আ রব্বুকা লাআ-মানা মান্ ফিল্ আর্দ্বি কুল্লুহুম্

হতে এবং একটি সময় পর্যন্ত তাদেরকে ভোগ করতে দিলাম। (৯৯) আপনার রবের ইচ্ছা হলে যমীনের সবাই ঈমান

جَمِيْعًا ۭ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٠﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ

জ্বামী'আ-; আফাআন্তা তুক্রিহুন না-সা হাত্তা-ইয়াকূনু মু''মিনীন্। ১০০। অমা-কা-না লিনাফ্সিন্ আন

আনত, তবে কি আপনি মানুষকে মু'মিন হওয়ার জন্য জবরদস্তি করবেন। (১০০) আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া ঈমান

تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠١﴾ قُلِ انْظُرُوْا

তু''মিনা ইল্লা-বিইয্নিল্লা-হ; অইয়াজ্'আলুর্ রিজ্সা 'আলাল্লাযীনা লা-ইয়া'ক্বিলূন্। ১০১। ক্বুলিন্জুরূ

আনা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা স্থাপন করেন যারা নির্বোধ।(১০১) আপনি বলুন,

مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۞

মা-যা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব; অমা-তুগ্নিল্ আ-ইয়া-তু অন্ নুযুরু আন্ ক্বাওমিল্ লা-ইয়ু''মিনূন্।

আকাশ ও যমীনে যা আছে তা দেখ। আর নিদর্শন ও ভীতি প্রদর্শন,যারা ঈমান আনে না তাদের কোন উপকার আসে না।

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي ﴿١٠٢﴾

১০২। ফাহাল্ ইয়ান্তাজিরূনা ইল্লা-মিছ্লা আইয়্যা-মিল্লাযীনা খালাও মিন্ ক্বব্লিহিম্; ক্বুল্ ফান্তাজিরূ ~ ইন্নী

(১০২) এরা কি কেবল সেই লোকদের পূর্বেকার অনুরূপ ঘটনার প্রতীক্ষায় আছে যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে? আপনি বলুন, তোমরা

مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٣﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ ۚ حَقًّا

মা'আকুম্ মিনাল্ মুন্তাজিরীন্ ১০৩। ছুম্মা নুনাজ্জী রুসুলানা-অল্লাযীনা আ-মানূ কাযা-লিকা হাক্ব্কান্

অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকি। (১০৩) পরিশেষে রাসূল ও মুমিনদেরকে এভাবেই উদ্ধার করি;

১০ ع ১১ ১৫ রুকু

عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي

'আলাইনা-নুন্জিল্ মু'মিনীন্। ১০৪। ক্বুল ইয়া-আইয়্যুহান্না-সু ইন্ কুন্তুম্ ফী শাক্কিম্ মিন্ দীনী

মু'মিনদেরকে উদ্ধার করা আমারই দায়িত্ব (১০৪) বলুন, হে মানুষ! যদি তোমরা আমার দ্বীনের ব্যাপারে সংশয়ী হও,

فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ۚ

ফালা ~ আ'বুদুল্লাযীনা তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি অলা-কিন্ আ'বুদুল্লাহাল্লাযী ইয়া তাওয়াফ্ফা-কুম্

তবে আমি তাদের এবাদত করি না যাদের এবাদত তোমরা কর আল্লাহকে ছেড়ে বরং আমি ইবাদত করি আল্লাহ্র, যিনি

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٥﴾ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ وَلَا تَكُونَنَّ

অউমির্তু আন্ আকূনা মিনাল্ মু''মিনীন্। ১০৫। অআন্ আক্বিম্ অজ্হাকা লিদ্দীনি হানীফান্ অলা-তাকূনান্না

তোমাদের মৃত্যু দেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি মু'মিন হওয়ার জন্য। (১০৫) আপনি চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে স্থাপন

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ

মিনাল্ মুশ্রিকীন্। ১০৬। অলা-তাদ্'উ মিন্ দূনিল্লা-হি মা-লা-ইয়ান্ফা'উকা অলা-ইয়াদ্বুররুকা ফাইন্

করুন, মুশরিক হবেন না। (১০৬) আল্লাহ ছাড়া অন্য কাকেও ডাকবেন না, যা না উপকার করে, আর না অপকার; এমন কাজ

فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا

ফা'আল্তা ফাইন্নাকা ইযাম্ মিনায্ জোয়া-লিমীন। ১০৭। অ ইঁ ইয়াম্সাস্কাল্লা-হু বিদ্বুররিন্ ফালা-কা-শিফা লাহূ ~ ইল্লা-

করলে আপনি জালিমদের দলভুক্ত হবেন। (১০৭) আর আল্লাহ আপনাকে কোন কষ্টে ফেললে তিনি ছাড়া মুক্ত করার

هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ

হুঅ অইঁ ইয়ুরিদ্কা বিখইরিন্ ফালা-র — দ্দা লিফাদ্বলিহ্; ইয়ুছীবু বিহী মাইঁ ইয়াশা — উ মিন্ 'ইবা-দিহ্; অহুওয়াল্

কেউ নেই। এবং তিনি মঙ্গল চাইলে তা রদ করারও কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে যা ইচ্ছা তাকে তা দেন। তিনি

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٨﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ

গফূরুর্ রহীম্। ১০৮। ক্বুল্ ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু ক্বাদ্ জ্বা — আকুমুল্ হাক্ব্কু মির্ রব্বিকুম্ ফামানিহ্

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১০৮) আপনি বলুন, হে মানুষ! তোমাদের কাছে এসেছে রবের পক্ষ হতে সত্য; অতএব যে

اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم

তাদা- ফাইন্নামা- ইয়াহ্‌তাদী লিনাফ্‌সিহী অমান্ দ্বোয়াল্লা ফাইন্নামা-ইয়াদ্বিল্লু 'আলাইহা-; অমা ~ আনা 'আলাইকুম্
সুপথ পায় সে তো নিজের হিতের জন্যই পায়। আর যে ভ্রষ্ট হয় ভ্রষ্টতা তারই ঘাড়ে। আমি তোমাদের উপর কর্মবিধায়ক

بِوَكِيلٍ ﴿١٠٩﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ع ১১ ৬ ১৬ রুকু

বিওয়াকীল্। ১০৯। অত্তাবি' মা- ইয়ূহা ~ ইলাইকা অছ্বির্ হাত্তা-ইয়াহ্‌কুমাল্লা-হু অহুঅ খইরুল্ হা-কিমীন্।
নই। (১০৯) আপনার কাছে আসা অহীর অনুসরণ করুন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পর্যন্ত ধৈর্য ধরুন, তিনি উত্তম নির্দেশদাতা।

সূরা হূদ
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১২৩
রুকূ ঃ ১০

﴿١﴾ الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿٢﴾ أَلَّا

১। আলিফ্ লা — ম্ র–কিতাবুন্ উহ্‌কিমাত্ আ–ইয়া–তুহূ ছুম্মা ফুছ্‌ছিলাত্ মিল্লাদুন্ হাকীমিন্ খবীর্। ২। আল্লা–
(১) আলিফ লাম র, কিতাবের আয়াত সুদৃঢ়; পরে বিজ্ঞ, মহাজ্ঞানীর পক্ষ হতে সুবিন্যস্ত যে। (২) তোমরা আল্লাহরই

تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٣﴾ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا

তা'বুদূ ~ ইল্লাল্লা–হ্; ইন্নানী লাকুম্ মিন্‌হু নাযীরুঁও অবাশীর্। ৩। অআনিস্ তাগ্‌ফিরূ রব্বাকুম্ ছুম্মা তূবূ ~
দাসত্ব করবে, নিশ্চয়ই আমি তার পক্ষ হতে সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা। (৩) আর তোমরা ক্ষমা চাও রবের কাছে, তারপর

إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِن

ইলাইহি ইয়ুমাত্তি'কুম্ মাতা–'আন্ হাসানান্ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মাঁও অইয়ু'তি কুল্লা যী ফাদ্বলিন্ ফাদ্বলাহূ; অইন্
তাঁর দিকে রুজু হও, তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম ভোগ্য প্রদান করবেন, প্রত্যেক গুণীকে তিনি অনুগ্রহ করবেন;

تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٤﴾ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ

তাওয়াল্লাও ফাইন্নী ~ আখা-ফু 'আলাইকুম্ 'আযা–বা ইয়াওমিন্ কাবীর্। ৪। ইলাল্লা-হি মার্‌জ্বিউ'কুম্ অহুঅ 'আলা-
আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে আমি তোমাদের উপর বড় দিনের আযাবের আশঙ্কা করি। (৪) আল্লাহর কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥﴾ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ

কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ৫। আলা ~ ইন্নাহুম্ ইয়াছ্‌নূনা ছুদূরহুম্ লিইয়াস্‌তাখ্‌ফূ মিন্‌হু; আলা-হীনা
করতে হবে, তিনি সর্বশক্তিমান। (৫) ওহে! নিশ্চয়ই তারা তাঁর (আল্লাহর) থেকে লুকানোর জন্য তারা বক্ষ ভাজ করে, ওহে!

يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ইয়াস্‌তাগ্‌শূনা ছিয়া-বাহুম্ ইয়া'লামু মা-ইয়ুসিররূনা অমা-ইউ'লিনূনা, ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্।
যখন তারা কাপড় গায়ে দেয় তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন, তিনি অন্তরের সব বিষয় সম্যক অবহিত।